ক্রয় ও অর্থনৈতিক বিষয়াদি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

ক্রয় ও অর্থনৈতিক শাখা

নং মপবি/শা-ক্রঃঅঃ/অর্থ-০৯/২০০৪-৬৬, তারিখঃ ২ মার্চ ২০০৫/১৮ ফাল্গুন ১৪১১

বিষয় ঃ **The Public Procurement Regulations, 2003 (PPR-2003) এর বিধান অনুসারে গণখাতে সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে কোন ব্যত্যয়ের প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট ক্রয় প্রস্তাব অনুমোদনের পূর্বে ব্যত্যয়ের বিষয়টি অনুমোদনের জন্য অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বিবেচনার জন্য পেশ করা প্রসঙ্গে।**

আদিষ্ট হয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জানানো যাচ্ছে যে, রাষ্ট্রীয় জরুরী প্রয়োজনে গণখাতে সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে কোন ব্যত্যয়ের আবশ্যক হতে পারে। পিপিআর-২০০৩ (সংশোধিত) অনুসারে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক বিষয়-সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি এরূপ ব্যত্যয়/ব্যতিক্রম অনুমোদনের বিষয় বিবেচনা ও সুপারিশ করতে পারে। সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে এ বিষয়টি বিবেচিত হয় না। অনবধানতাবশতঃ কোন কোন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ব্যত্যয় বা ব্যতিক্রমের বিষয়টি সরাসরি সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করে।

২। পিপিআর-২০০৩ এর বিধান অনুসারে এ ধরণের ব্যত্যয় সংশ্লিষ্ট ক্রয় প্রস্তাব, বিবেচ্য মূল্য নির্বিশেষে, নীতিগত সিদ্ধান্তের জন্য প্রথমে অর্থনৈতিক বিষয়-সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বিবেচনার জন্য পেশ করতে হবে। অর্থনৈতিক বিষয়-সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি ব্যত্যয়ের বিষয়টি নীতিগত সিদ্ধান্ত/সুপারিশ/অনুমোদন করার পরই কেবল সংশ্লিষ্ট অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ ব্যত্যয়সহ ক্রয় প্রস্তাব প্রক্রিয়ায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারবে। অর্থনৈতিক বিষয়-সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোন ক্রয় প্রস্তাবকে ব্যতিক্রমী প্রস্তাব হিসেবে বিবেচনা বা প্রক্রিয়ায়ন করা যাবে না।

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান

সিনিয়র সহকারী সচিব।

ফোনঃ ৭১৬৮৩৯৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

ক্রয় ও অর্থনৈতিক শাখা

পরিপত্র

নং মপবি/শা-ক্রঃঅঃ/বিবিধ-৮(৮)/২০০৫-৭৩, তারিখঃ ৭ মার্চ ২০০৫/২৩ ফাল্গুন ১৪১১

বিষয় ঃ **The Public Procurement Regulations-2003 (PPR-2003) এর রেগুলেশন-৪ অনুযায়ী মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের পূর্বানুমতি গ্রহণ প্রসঙ্গে।**

আদিষ্ট হয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, গণখাতে সকল সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে বর্তমানে The Public Procurement Regulations-2003 (PPR-2003) অনুসরণীয়। তবে দাতা সংস্থার সাথে স্বাক্ষরিতব্য চুক্তিতে সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে ভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণের শর্ত থাকতে পাবে। এরূপ আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতার (International Obligation) ক্ষেত্রে পিপিআর-২০০৩ এর রেগুলেশন-৪ অনুযায়ী মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের পূর্বানুমতি গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক।

২। ইদানিং লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, কোন কোন কর্তৃপক্ষ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পিপিআর-২০০৩ এর রেগুলেশন-৪ এর আওতায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের পূর্বানুমতি/মতামত গ্রহণ না করেই সংশ্লিষ্ট ক্রয় প্রস্তাব প্রক্রিয়ায়ন করছেন।

৩। এমতাবস্থায়, আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতার (International obligation) কারনে সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৩ অনুসরণ করা সম্ভব না হলে সে ব্যাপারে ক্রয় প্রস্তাব প্রক্রিয়ায়নের পূর্বেই মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের পূর্বানুমতি গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো। প্রয়োজনীয় পূর্বানুমতি সংগ্রহ না হলে ক্রয় প্রস্তাব সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে উপস্থাপন করা হবেনা।

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান

সিনিয়র সহকারী সচিব

ফোন ঃ৭১৬৮৩৯৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

ক্রয় ও অর্থনৈতিক শাখা

নং মপবি/শা-ক্রঃঅঃ/ক্রয়-১৩/২০০৩-৩০৮, তারিখঃ ৩ জানুয়ারী ২০০৪/২০ পৌষ ১৪১০

বিষয় ঃ **ঠিকাদার/ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান/পরামর্শক/পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদন প্রসঙ্গে।**

নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, উল্লিখিত বিষয়ে সরকার নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ঃ

(ক) ঠিকাদার/ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান/পরামর্শক/পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজের চুক্তি সম্পাদনকালে এমনভাবে শর্তাবলী সংযোজন করতে হবে যাতে ঠিকাদার/পরামর্শক/ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান/পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত সময়ে কাজটি সমাপ্ত করতে বাধ্য হয়।

(খ) ঠিকাদার/ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কাজ অসম্পূর্ণ বা অসমাপ্ত অবস্থায় ফেলে রাখলে বা পরিত্যাগ করলে সরকারের যে ক্ষতি হবে তা পুষিয়ে নেয়ার মত জামানতের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে।

২। এই সিদ্ধান্তটি সকল ক্রয় বা সংগ্রহের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে প্রযোজ্য হবে এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৭১৬৮৩৯৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

ক্রয় ও অর্থনৈতিক শাখা

নং মপবি/শা-ক্রঃঅঃ/অর্থ-০৪/২০০৪-২২৭, তারিখঃ ২৮ জুলাই ২০০৪/১৩ শ্রাবণ ১৪১১

বিষয় ঃ **প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ঠিকাদারকে অগ্রিম প্রদান বন্ধ করা সংক্রান্ত।**

সূত্রঃ **মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নং মপবি/শা-ক্রঃঅঃ/ক্রয়-১৩/২০০৩-৩০৬, তারিখঃ ৩ জানুয়ারী ২০০৪।**

আদিষ্ট হয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত জানানো যাচ্ছে যে, উল্লিখিত বিষয়ে সূত্রস্থ স্মারকে সরকার নির্দেশনা প্রদান করেছিল যে, দেশী/বিদেশী কোন প্রকল্পের ঠিকাদার/ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান/পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে অগ্রিম অর্থ প্রদান করা যাবে না। বাস্তবতার প্রেক্ষিতে সরকার উক্ত সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেঃ

প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের স্বার্থে শুধুমাত্র বিদেশী সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পে যথাযথ ব্যাংক গ্যারান্টি থাকলে ১০% অগ্রিম প্রদান করা যাবে। তবে দেশীয় অর্থায়নে পরিচালিত/বাস্তবায়নাধীন কোন প্রকল্পে ঠিকাদার/ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান/পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে অগ্রিম প্রদান না করার সিদ্ধান্ত বহাল থাকবে।

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৭১৬৮৩৯৮।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

ক্রয় ও অর্থনৈতিক শাখা

নং মপবি/শা-ক্রঃঅঃ/অর্থ-০৪/২০০৪-২২৬, তারিখঃ ২৮ জুলাই ২০০৪/১৩ শ্রাবণ ১৪১১

বিষয়ঃ **মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদন ব্যতিরেকে পরামর্শক পরিবর্তন ও সাব-কন্ট্রাক্ট বন্ধ করা প্রসঙ্গে।**

সূত্রঃ **মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নং-মপবি/শা-ক্রঃঅঃ/ক্রয়-১৩/২০০৩-৩০৭, তারিখঃ ৩ জানুয়ারী ২০০৪।**

আদিষ্ট হয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত জানানো যাচ্ছে যে, উল্লিখিত বিষয়ে সূত্রস্থ স্মারকে জারীকৃত সিদ্ধান্ত সরকার পুনর্বিবেচনা করে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ঃ

টেণ্ডার দলিলে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মূল পরামর্শকের শিক্ষাগত এবং অন্যান্য যোগ্যতার উপর ভিত্তি করে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানসমূহের তুলনামূলক মূল্যায় কম-সি, ন করা হয়ে থাকে। পরামর্শক পরিবর্তন করা হলে মূল মূল্যায়ন পরিবর্তিত হবার সমুদয় আশঙ্কা থাকে। তাই, পরামর্শক নিয়োগের পরে সাধারণ প্রক্রিয়ায় প্রকল্পের পরামর্শক পরিবর্তন করা ন্যায়ানুগ হবে না। তবে, পরামর্শকের মৃত্যু/দেশত্যাগ অথবা প্রকল্পের মাত্রাতিরিক্ত বিলম্বের কারণে পরার্শকের অপ্রাপ্যতা/অন্যত্র গমন ইত্যাদি

ক্ষেত্রে প্রতিস্থাপক পরামর্শক নিয়োগের প্রয়োজন হলে মূল পরামর্শকের সমমানের প্রতিস্থাপক পরামর্শক নিয়োগ করা যেতে পারে। প্রতিস্থাপক পরামর্শক নিয়োগের বিষয়টি মন্ত্রিসভা কমিটির মাধ্যমে প্রক্রিয়ায়ন সময় সাপেক্ষ বিধায়, সময় সাশ্রয়ের লক্ষ্যে প্রতিস্থাপক পরামর্শক নিয়োগের ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত করা হলো। প্রতিস্থাপক পরামর্শক নিয়োগের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বে নিম্নরূপে গঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির মাধ্যমে সম্পন্ন হবে ঃ

বাস্তবায়নকারীর মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী	সভাপতি
সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ	সদস্য
সচিব, অর্থ বিভাগ	সদস্য
সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	সদস্য
সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	সদস্য
সচিব, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ	সদস্য
বাস্তবায়নকারী সংস্থা/অধিদপ্তরের প্রধান/প্রকল্প পরিচালক	সদস্য-সচিব

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৭১৬৮৩৯৮।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

ক্রয় ও অর্থনৈতিক শাখা

নং মপবি/শা-ক্রঃঅঃ/ক্রয়-১৩/২০০৩-৩০৭, তারিখঃ ৩ জানুয়ারী ২০০৪/২০ পৌষ ১৪১০

বিষয় ঃ **চুক্তিকালীন কনসালটেন্ট ফার্ম কর্তৃক বিশেষজ্ঞ পরামর্শক পরিবর্তন বা সাব-কন্ট্রাক্ট প্রদান প্রসঙ্গে।**

নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, উল্লিখিত বিষয়ে সরকার নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ঃ

কোন পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (Consulting firm) এর সাথে পরামর্শ সেবা গ্রহণের জন্য চুক্তি করা হলে চুক্তিবদ্ধ সময়ের মধ্যে উক্ত পরামর্শক ফার্ম কোন বিশেষজ্ঞ পরামর্শক পরিবর্তন বা সাব-কন্ট্রাক্ট প্রদান করতে পারবে না। কোন বিশেষজ্ঞ পরামর্শক পরিবর্তন বা সাব-কন্ট্রাক্ট এর প্রয়োজন দেখা দিলে এরূপ প্রস্তাব সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করতে হবে।

২। এ সিদ্ধান্ত অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৭১৬৮৩৯৮।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

ক্রয় ও অর্থনৈতিক শাখা

নং মপবি/শা-ক্রঃঅঃ/ক্রয়-১/২০০৩-২৪, তারিখঃ ২৫ জানুয়ারী ২০০৩/১২ মাঘ ১৪০৯

বিষয় ঃ **কোন দ্রব্যসামগ্রী/সেবা ক্রয়/সংগ্রহ প্রসঙ্গে।**

নির্দেশক্রমে জানান যাচ্ছে যে, উল্লিখিত বিষয়ে সরকার নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ঃ

কোন দ্রব্যসামগ্রী/সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে যদি (১) বাংলাদেশী মুদ্রায় মূল্য পরিশোধযোগ্য হয়, (২) বাংলাদেশ সরকারের অর্থে ক্রয়/সংগ্রহ সম্পন্ন করার উপযোগী হয় এবং ঐ দ্রব্যসামগ্রী/সেবা যদি বাংলাদেশে উৎপাদিত হয়/সাধারণভাবে বাংলাদেশের বাজারে পাওয়া যায় ও প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে ক্রয়/সংগ্রহ করা যায়, তবে সে ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবান না করে স্থানীয় (জাতীয়) দরপত্র আহবান করতে হবে।

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৭১৬৮৩৯৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
ক্রয় ও অর্থনৈতিক শাখা

নং মপবি/শা-ক্রঃঅঃ/ক্রয়-০৩/২০০৩-৬০, তারিখ, ১৫ মার্চ ২০০৩/১ চৈত্র ১৪০৯

পরিপত্র

বিষয় ঃ **কোন কাজের প্রাক্কলিত ব্যয় দরপত্র খোলার পূর্বে প্রকাশ না করা প্রসঙ্গে।**

ইদানিং ক্রয়, নির্মাণ, পরামর্শক সেবা ইত্যাদি কাজের দর প্রস্তাব বিবেচনার সময় অনেক ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা গিয়েছে যে, দাখিলকৃত দর প্রস্তাবগুলোর দর খুব কাছাকাছি। এও লক্ষ্য করা যায় যে, যথেষ্ট সংখ্যক দরপত্র তফসিল বিক্রয় হলেও পরবর্তীতে জমাকৃত দরপত্রের সংখ্যা সে তুলনায় সন্তোষজনক হয় না। দরপত্র দাখিলে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা এবং উদ্ধৃত দরের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার বিষয়টি গুরুত্বসহকারে পর্যালোচনা করেছে। কোন কাজের প্রাক্কলিত ব্যয় দরপত্র দাখিলের পূর্বেই সংশ্লিষ্ট দরদাতাদের জ্ঞাত হয়ে যাওয়ার সাথে এহেন পরিস্থিতি সৃষ্টির যোগসূত্র থাকতে পারে মর্মে ধারণা করা হচ্ছে। এরূপ ধারণা করাও অমূলক নয় যে, প্রাক্কলিত দর পূর্বেই জেনে যাওয়ার কারণে সম্ভাব্য দরদাতাদের মধ্যে যোগসাজশের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে থাকতে পারে এবং সম্ভাব্য দরদাতারা পরস্পর যোগসাজশে কাছাকাছি দরে আপোষরফার মাধ্যমে কমসংখ্যক দরপত্র দাখিল করে থাকতে পারে। যে কোন কাজের দরপত্রে যথেষ্ট সংখ্যক দরদাতার মধ্যে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান এবং উদ্ধৃত দরের যোগসাজশবিহীন স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান তথা জাতীয় স্বার্থে একান্তভাবে কাম্য।

২। বর্ণিত অবস্থায় সরকার এ মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, এখন থেকে কোন কাজের দরপত্র আহবান করার ক্ষেত্রে প্রাক্কলিত ব্যয় প্রকাশ করা যাবে না। প্রাক্কলিত ব্যয় নিরূপণ করে তা সীল্ড খামে গোপনে হেফাজতে রাখতে হবে। প্রাপ্ত দর প্রস্তাব খোলার পর উক্ত সীল্ড খাম খোলা যাবে।

৩। উপর্যুক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/সংস্থাকে স্ব স্ব কাজের দরপত্র আহবানের পূর্বে সংশ্লিষ্ট কাজের প্রাক্কলিত ব্যয় ২নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত সিদ্ধান্ত অনুসারে যথাযথভাবে গোপনে হেফাজতে রাখার এবং সকল দরপত্রে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের জন্যে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

বদিউর রহমান
যুগ্ম-সচিব
ফোনঃ ৭১৬৫৫১০।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
ক্রয় শাখা

নং মপবি/শাঃক্রঃ/৪(০১)/২০০২-১১৬, তারিখঃ ২৬ জুন ২০০২/১২ আষাঢ় ১৪০৯

সার্কুলার

বিষয় ঃ **স্বায়ত্বশাসিত সংস্থাসমূহের আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রসঙ্গে।**

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানান যাইতেছে যে, যে সকল সংস্থার অনুকূলে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ৫০০.০০ (পাঁচশত) কোটি টাকা বরাদ্দ থাকে অথবা যে সকল সংস্থার উৎপাদিত দ্রব্য বা সার্ভিসের বিক্রয়মূল্য (Turn Over) ৫০০.০০ (পাঁচশত) কোটি টাকার বেশী সে সকল সংস্থা প্রয়োজনে স্ব স্ব মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আর্থিক ক্ষমতা পুনঃনির্ধারণের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করিতে পারিবে।

২। বর্ণিত নির্ণায়ক অনুযায়ী স্বায়ত্বশাসিত সংস্থাসমূহের আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রয়োজনে একনেকের অনুমোদনের জন্য পেশ করা যাইতে পারে।

মোঃ দেলওয়ার হোসেন
যুগ্ম-সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
ক্রয় ও অর্থনৈতিক শাখা

নং মপবি/শা-ক্রঃঅঃ/ক্রয়-১৫/২০০২-২৫১, তারিখঃ ২ ডিসেম্বর ২০০২/১৮ অগ্রহায়ণ ১৪০৯

বিষয় ঃ **সরকারী অর্থে যন্ত্রপাতি আমদানির ক্ষেত্রে সরবরাহকারীর ব্যয়ে প্রি-শিপমেন্ট ইন্সপেকশন প্রসঙ্গে।**

নির্দেশক্রমে জানান যাচ্ছে যে, উল্লিখিত বিষয়ে সরকার নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ঃ

সরবরাহকারীর ব্যয়ে সরকারী কর্মকর্তাগণ কর্তৃক প্রি-শিপমেন্ট ইন্সপেকশন প্রথা বাতিল করা হলো। এখন থেকে কোন সরকারী কর্মকর্তা প্রি-শিপমেন্ট ইন্সপেকশন এর জন্য বিদেশে যেতে পারবেন না। প্রি-শিপমেন্ট ইন্সপেকশন রীতি অনুযায়ী সরকার (এন বি আর) কর্তৃক নির্ধারিত বিশেষায়িত পরিদর্শন সংস্থা প্রি-শিপমেন্ট ইন্সপেকশনের দায়িত্ব পালন করবে ।

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
সিনিয়র সহকারী সচিব।
ফোনঃ ৭১৬৮৩৯৮।

গবেষণা ও সংস্কার সেল প্রসঙ্গে

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

নং মপবি/প্রশাউ/অপ্রসক-৭(১)/৯৭(অংশ-১২)/৯৯(অংশ)/২০০১-৯০ তারিখঃ ১০ মে ২০০৩/২৭ বৈশাখ ১৪১০

সরকারী আদেশ

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের সুপারিশ পর্যালোচনাকরতঃ ইউটিলিটি সংস্থাসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দায়িত্ব পালনে আরো কার্যকর করে তোলা, গ্রাহক সেবার মান উন্নয়ন এবং গ্রাহক/ভোক্তার ভোগান্তি লাঘব করার লক্ষ্যে ইউটিলিটি বিল পরিশোধের পর গ্রাহক/ভোক্তাকে প্রত্যয়নপত্র প্রদান তদপ্রেক্ষিতে আপত্তি-নিস্পত্তির ক্ষেত্রে একটি সুবিন্যস্ত পদ্ধতি প্রতিষ্ঠাকল্পে সরকার ইউটিলিটি বিল পরিশোধ সংক্রান্ত বিষয়ে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে ঃ

(ক) প্রত্যেক ইউটিলিটি সংস্থাকে পূর্ববর্তী পঞ্জিকা বৎসরসহ পূর্বের সকল বকেয়া বিল উল্লেখপূর্বক একটি প্রত্যয়নপত্র পঞ্জিকা বৎসর শেষ হইবার ৬(ছয়) মাসের মধ্যে অর্থাৎ ৩০ জুনের মধ্যে গ্রাহক/ভোক্তাকে প্রদান করিতে হইবে। প্রত্যয়নপত্রে বকেয়া পাওনা টাকার পরিমাণ বৎসরওয়ারি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে। যদি কোন বকেয়া না থাকে, সেই ক্ষেত্রে "গ্রাহকের নিকট আর কোন পাওনা নাই, গ্রাহকের সকল বিল পরিশোধিত" এই মর্মে প্রত্যয়নপত্র দিতে হইবে। যদি কোন বিল/প্রত্যয়নপত্রের উপর গ্রাহকের আপত্তি থাকে, তবে বিল/প্রত্যয়নপত্র প্রাপ্তির ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে গ্রাহককে সংশ্লিষ্ট ইউটিলিটি সংস্থার নিকট লিখিতভাবে আপত্তি উত্থাপন করিতে হইবে। সংশ্লিষ্ট ইউটিলিটি সংস্থা লিখিত আপত্তি পাওয়ার পরবর্তী ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে এই আপত্তি-নিস্পত্তি করিয়া তাহাদের চূড়ান্ত/সংশোধিত দাবী গ্রাহককে অবহিত করিবে। যদি চূড়ান্ত/সংশোধিত বিল/প্রত্যয়নপত্রের উপর গ্রাহকের কোন আপত্তি না থাকে, তবে গ্রাহক তাহা পরবর্তী ১ (এক) মাসের মধ্যে পরিশোধ করিবে।

(খ) যদি ইউটিলিটি সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত চূড়ান্ত/সংশোধিত বিল/প্রত্যয়নপত্রের উপর কোন আপত্তি থাকে, তবে বিল/প্রত্যয়নপত্র প্রাপ্তির পর দাবীকৃত বকেয়া বিলের ২০% পরিশোধপূর্বক ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে গ্রাহককে সংশ্লিষ্ট ইউটিলিটি কমিশনে আবেদন করিতে হইবে। কমিশন আবেদন প্রাপ্তির ৪৫ (পয়ঁতাল্লিশ) দিনের মধ্যে তাহা নিস্পন্ন করিবে এবং কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। অন্যরূপ সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত না থাকিলে গ্রাহককে কমিশনের সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির তারিখ হইতে ১ (এক) মাসের মধ্যে বকেয়া বিল পরিশোধ করিতে হইবে। অন্যথায় সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করাসহ ইউটিলিটি সংস্থা অন্যান্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(গ) বিল/প্রত্যয়নপত্রের উপর কোন আপত্তি না থাকিলে বিল/প্রত্যয়নপত্র পাওয়ার এক মাসের মধ্যে গ্রাহককে বিল পরিশোধ করিতে হইবে। এক মাসের মধ্যে বিল পরিশোধ করা না হইলে গ্রাহকের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করাসহ ইউটিলিটি সংস্থা আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(ঘ) ৩০ জুনের মধ্যে যদি গ্রাহককে প্রত্যয়নপত্র প্রদান করা না হয়, তাহা হইলে দায়ী কর্মকর্তা কর্মচারীর বিরূদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(ঙ) প্রথম বৎসর হিসাবে ২০০২ পঞ্জিকা বৎসরের প্রত্যয়নপত্র ইউটিলিটি সংস্থাকে ৩১ অক্টোবর ২০০৩ তারিখের মধ্যে প্রদান করিতে হইবে এবং বিল পরিশোধ ও আপত্তি প্রদান ইত্যাদির সময় যথারীতি ৩১ অক্টোরব ২০০৩ হইতে গণনা করা হইবে।

২। সংশ্লিষ্ট সকলকে উপরোক্ত সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য অনুরোধ করা হইল।

৩। এই আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হইল এবং অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

(বদিউর রহমান)
যুগ্ম-সচিব
ফোন ঃ ৭১৬৫৫১০।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রকল্প ও সুশাসন শাখা

নং মপবি/জপ্রসসে/সক/০৪/২০০১/১৮৮, তারিখ, ২২ সেপ্টেম্বর ২০০৩/৭ আশ্বিন ১৪১০।

সরকারী আদেশ

'জনপ্রশাসনে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে পদক্ষেপ' সংক্রান্ত জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে সরকার নিম্নবর্ণিত দলিল/প্রকাশনার ব্যবহারের উপর যাবতীয় বাঁধা-নিষেধ প্রত্যাহার করে উন্মুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ঃ

সরকারী প্রকাশনা/দলিলের নাম		যে সব শব্দ তুলে নিতে হবে
(১)	সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিতঃ মন্ত্রণালয়/বিভাগের অধীন অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/অধঃস্তন অফিস এবং স্ব-শাসিত সংস্থা/কর্পোরেশনের নামের তালিকা	- শুধুমাত্র অফিসের কাজে ব্যবহারের জন্য
	বাংলাদেশ সচিবালয় টেলিফোন নির্দেশিকা	- কেবলমাত্র অফিসের কার্য্যে ব্যবহারের জন্য
(২)	অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত ঃ মঞ্জুরী ও বরাদ্দ দাবীর বিস্তারিত বিবরণ	- কেবলমাত্র অফিসের কাজে ব্যবহারের জন্য
(৩)	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ঃ	
-	Warrant of Precedence	- For Official Use Only

২। সংশ্লিষ্ট সকলকে উপরোক্ত সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য অনুরোধ করা হ'ল

৩। এই আদেশ জনস্বার্থে জারী করা হ'ল এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(এ টি কে এম ইসমাইল)
যুগ্ম-সচিব।

প্রকল্প ও সুশাসন বিষয়ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
প্রকল্প ও সুশাসন শাখা।

নং মপবি/প্রসুশা-৪(৩২)/৮৭(অংশ-৬)/০৫-১১৩ তারিখ, ২৩ জুন ২০০৫ইং।

বিষয় ঃ **অস্থায়ীভাবে রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত/সৃজনকৃত পদ স্থায়ীকরণের পূর্বে নিয়োগবিধির গেজেট বিজ্ঞপ্তির আবশ্যকতা প্রসঙ্গে।**

সূত্র ঃ **স্মারক নং সম(সওব্য-১০)-৭৬/৯৩-২৬৯, তারিখ ৫ জুন, ২০০৫।**

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্র অনুসরণে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, রাজস্ব বাজেটে অস্থায়ীভাবে সৃজনকৃত/স্থানান্তরিত পদ স্থায়ীকরণের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে ঃ

(১) প্রতিষ্ঠান/সংস্থার নিয়োগ বিধি থাকলে সে অনুযায়ী রাজস্ব খাতে নিয়োগ অথবা স্থায়ীকরণ করা হবে।

(২) নিজস্ব নিয়োগ বিধি না থাকলে সমরূপ কোন umbrella নিয়োগ বিধির ভিত্তিতে স্থায়ীকরণ করা যেতে পারে।

(৩) প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার নিজস্ব কোন নিয়োগ বিধি না থাকলে অথবা সমরূপ কোন umbrella নিয়োগ বিধির আওতায় স্থায়ীকরণ করার সুযোগ না থাকলে স্থায়ীকরণের পূর্বে নিয়োগ বিধি প্রণয়ন, অনুমোদন ও গেজেট বিজ্ঞপ্তির প্রয়োজন হবে।

ড. মোঃ মিজানুর রহমান
সিনিয়র সহকারী সচিব।
ফোন ঃ ৯৫৫১১৫২।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

নং মপবি/প্রসুশা-৪(৩২)/৮৭(অংশ-৫)/০৪-৫৫(১৫০) তারিখ, ২৯ বৈশাখ ১৪১১/১২ মে ২০০৪

সরকারী আদেশ

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ৬-০৫-০৪ তারিখের মপবি-৪/৫/২০০৩-বিধি/৪২ নং প্রজ্ঞাপনমূলে গঠিত Ministry of Textiles and Jute (বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়) এবং Ministry of Food and Disaster Management (খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়) শীর্ষক মন্ত্রণালয়সমূহের কার্যবন্টন তালিকা (Allocation of Business) এবং টি ও এ্যান্ড ই (Table of Organization and Equipment) নির্ধারণের ক্ষেত্রে সরকার নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ঃ

(১) নবগঠিত বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে একটি বিভাগ (Division) থাকবে এবং একজন সচিব থাকবেন। অর্থাৎ এটি হবে একক বিভাগ (Division) বিশিষ্ট মন্ত্রণালয়। এতে পাট অনুবিভাগ, বস্ত্র অনুবিভাগ ও প্রশাসন অনুবিভাগ অর্থাৎ মোট তিনটি অনুবিভাগ (Wing) থাকবে।

(২) নবগঠিত খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ে একটি বিভাগ (Division) থাকবে এবং একজন সচিব থাকবেন। অর্থাৎ এটি হবে একক বিভাগ (Division) বিশিষ্ট মন্ত্রণালয়। খাদ্য অনুবিভাগ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ, প্রশাসন অনুবিভাগ এবং এফপিএমইউ (অনুবিভাগের মর্যাদাসম্পন্ন) মোট চারটি অনুবিভাগ (Wing) থাকবে। প্রশাসন অনুবিভাগ (Wing) একজন অতিরিক্ত সচিব এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে।

(৩) সংস্থাপন মন্ত্রণালয় উপরোক্ত সিদ্ধান্ত-(১) ও (২) এর আলোকে নবগঠিত মন্ত্রণালয় দু'টির T O & E পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটিতে প্রেরণ করবে এবং ৩১ মে ২০০৪ তারিখের মধ্যে একীভূত মন্ত্রণালয় দুটির T O & E চূড়ান্ত করা হবে।

(৪) ৩১ মে ২০০৪ তারিখ পর্যন্ত অধুনালুপ্ত পাট মন্ত্রণালয়, বস্ত্র মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ বর্তমান পদসমূহে অবস্থানকরতঃ তাদের দায়িত্ব পালন করে যাবেন।

(৫) নবগঠিত মন্ত্রণালয়সমূহের Allocation of Business সংশোধনের ক্ষেত্রে আপাততঃ একই জাতীয় কাজসমূহ একীভূত করতে হবে এবং পরবর্তীতে Allocation of Business সংশোধনের জন্য নিজ নিজ মন্ত্রণালয়ের সচিবগণ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করবেন।

এ টি কে এম ইসমাইল
যুগ্ম-সচিব (কমিটি ও উন্নয়ন)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
প্রকল্প ও সুশাসন শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২২ ডিসেম্বর ২০০৪

নং **মপবি/প্রসুশা-১(১)/০৩ (নীতিমালা)-১৮৯**।—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার স্বাধীনতা পুরস্কার সংক্রান্ত নীতিমালা নং মপবি/প্রসুশা-১(১)/০৩ (নীতিমালা)-২০৬(ক), তারিখ, ২১ কার্তিক ১৪১০/৫ নভেম্বর ২০০৩ নিম্নরূপ সংশোধন করিলঃ—

(১) স্বাধীনতা পুরস্কার এর ক্ষেত্র হিসাবে স্বাধীনতা পুরস্কার সংক্রান্ত নীতিমালার প্রথম অনুচ্ছেদের (চ) নম্বর ক্রমিকে 'চারুকলা' ক্ষেত্রটি 'সংস্কৃতি' শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইবে।

(২) পুরস্কারের জন্য কোন সুধী পুরস্কার গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাইলে বা তিনি নির্দিষ্ট তারিখে নাম পুরস্কার গ্রহণ করিবেন মর্মে কোন সুনিশ্চিত সম্মতি পাওয়া না গেলে নির্বাচিত ব্যক্তির নাম পুরস্কার প্রাপ্তদের চূড়ান্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হইবে না। অর্থাৎ তিনি পুরস্কারপ্রাপ্ত হিসাবে বিবেচিত হইবেন না; তাঁহার নাম পুরস্কারপ্রাপ্ত হিসাবে ঘোষণা করা হইবে না।

(৩) কোন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য মৃত ব্যক্তিকে পুরস্কৃত করা হইলে (মরণোত্তর) পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে পুরস্কার গ্রহণের জন্য যদি তাহার কোন উত্তরাধিকারীকে খুঁজিয়া পাওয়া না যায় তবে ঘোষিত পুরস্কারটি সংরক্ষণের জন্য জাতীয় যাদুঘরে প্রেরণ করা হইবে।

২। ইহা জনস্বার্থে জারী করা হইর এবং অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এ কে এম আবদুল আউয়াল মজুমদার
যুগ্ম-সচিব(কমিটি ও উন্নয়ন)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
পরিপত্র
নং মপবি/কঃবিঃশাঃ/সক-৫/২০০৩-১৩৫ তারিখ, ১১ মে ২০০৩/২৮বৈশাখ ১৪১০

কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬ এর বিধি ১৮(৫)-এ বর্ণিত ক্ষমতাবলে সরকার সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত কার্যাবলী সম্পাদনের লক্ষ্যে বিভিন্ন সচিব কমিটি গঠন করে থাকে। প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি সরকার কর্তৃক এযাবত গঠিত সচিব কমিটিসমূহের মধ্যে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ কমিটি। এ কমিটি কার্যপরিধির মধ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগ, দপ্তর/অধিদপ্তর এবং নতুন কর্পোরেশন/স্বশাসিত সংস্থার সৃজন কিংবা পুনর্গঠন সংক্রান্ত প্রস্তাব বিবেচনা করা অন্যতম প্রধান বিষয়। সম্প্রতি সরকার সম্পূর্ণরূপে সরকারী মালিকানাধীন কোম্পানীর সৃষ্টি, অবসান, বিভক্তি বা একীভূত করার প্রস্তাব বিবেচনা করাও এ কমিটির কার্যপরিধিভুক্ত করেছে।

২। প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি কর্তৃক বিবেচনার পূর্বে মন্ত্রণালয়/বিভাগ, দপ্তর/অধিদপ্তর, নতুন কর্পোরেশন/স্বশাসিত সংস্থার সৃজন কিংবা পুনর্গঠন সংক্রান্ত প্রস্তাব জনপ্রশাসন সংস্কারও সুশাসন বিষয়ক মন্ত্রিসভা কমিটি কিংবা সরকারের অন্য কোন উচ্চ পর্যায়ে বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করার কথা নয়। কিন্তু ইদানিং লক্ষ্য করা গিয়েছে যে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির বিবেচনার জন্যে প্রস্তাব পেশ না করেই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরাসরি সরকারের উচ্চতর পর্যায়ে বিবেচনার জন্যে প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে। এরূপ পদক্ষেপ সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত রীতি-পদ্ধতির পরিপন্থী। এতে সুষ্ঠুভাবে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ কার্যনির্বাহ মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয় এবং বিষয় নিষ্পত্তি অযথা বিলম্বিত হয়।

৩। বর্ণিত অবস্থায় মন্ত্রণালয়/বিভাগ, দপ্তর/অধিদপ্তর, নতুন কর্পোরেশন/স্বশাসিত সংস্থার সৃজন কিংবা পুনর্গঠন সংক্রান্ত প্রস্তাব এবং সম্পূর্ণরূপে সরকারী মালিকানাধীন কোম্পানীর, সৃষ্টি, অবসান, বিভক্তি বা একীভূত করার প্রস্তাব সরাসরি সরকারের অন্য কোন উচ্চতর পর্যায়ে বিবেচনার জন্যে পেশ না করে প্রথমে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির বিবেচনার জন্যে পেশ করতে সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো। প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির গঠনও কার্যপরিধি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনের কপি এতদসংগে সংযুক্ত করা হলো।

বদিউর রহমান
যুগ্ম-সচিব।
ফোন ঃ ৭১৬৫৫১০।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

রেজুলিউশন

তারিখ, ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪১০/২৫ মে ২০০৩

নং **মপবি/প্রসুশা/কিশোর-১(১)/০৩(ফাউন্ডেশন)-১০১**—যেহেতু দারিদ্র বিমোচন, দরিদ্র ও অসুবিধাগ্রস্ত ব্যক্তিদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি বৃদ্ধি ও নারী-পুরুষ সমতা বিকাশের উদ্দেশ্যে কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করিবার এবং তৎসম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়ের জন্য বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু সরকার নিম্নরূপ রেজুলিউশন গ্রহণ করিল, যথা ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই রেজুলিউশন কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন রেজুলিউশন, ২০০৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা ১ জুলাই ২০০৩ ইং তারিখ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। **সংগা**।—বিষয়ে পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই রেজুলিউশনে—

(ক) "কিশোরগঞ্জ সদর থানা দারিদ্র বিমোচন প্রকল্প", অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও ইউএনডিপি এর আর্থিক সহায়তায় একটি দ্বি-পাক্ষিক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প এবং দক্ষিণ এশিয়া দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী (SAPAP) এর আওতায় গৃহীত কর্মসূচী;

(খ) "ভিও (v.o)" অর্থ ১৯৯৪ সনের অক্টোবর মাস হইতে কিশোরগঞ্জ উপজেলায় গঠিত পুরুষ ও মহিলা গ্রাম সংগঠন বা একই উদ্দেশ্যে গঠিত নতুন গ্রাম সংগঠন;

(গ) "ম্যানেজার" অর্থ ভি,ও(v.o) কর্তৃক নিয়োগকৃত পুরুষ বা মহিলা ম্যানেজার;

(ঘ) "ভি,ও সভাপতি" অর্থ ভি,ও কর্তৃক নিয়োগকৃত পুরুষ বা মহিলা সভাপতি;

(ঙ) "এস,ও" অর্থ কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা দারিদ্র বিমোচন প্রকল্পে নিয়োজিত সোশাল অর্গানাইজার;

(চ) "সুবিধাভোগী" অর্থ এমন কোন ব্যক্তি যিনি ফাউন্ডেশন হইতে আর্থিক অথবা আর্থিক নয় এইরূপ সেবা বা উপকার লাভ করেন;

(ছ) "ফাউন্ডেশন" অর্থ কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন;

(জ) "বোর্ড" অর্থ ফাউন্ডেশনের পরিচালনা বোর্ড;

(ঝ) "সভাপতি" অর্থ বোর্ডের সভাপতি;

(ঞ) "নির্বাহী পরিচালক" অর্থ ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক;

(ট) "সচিব" অর্থ বোর্ডের সচিব; এবং

(ঠ) "সদস্য" অর্থ বোর্ডের সদস্য।

৩। **ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা**।—এই রেজুলিউশন বলবৎ হইবার পর যতশীঘ্র সম্ভব সরকার, এই রেজুলিউশনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন নামে একটি ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করিবে।

৪। **প্রধান কার্যালয়, ইত্যাদি**।—(১) ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয় কিশোরগঞ্জ জেলা সদরে থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, বোর্ডের পরামর্শক্রমে সরকার বিশদ কারণ লিপিবদ্ধকরতঃ সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যেইরূপে যুক্তিসঙ্গত মনে করে সেইরূপ স্থানে ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয় স্থানান্তর করিতে পারিবে।

(২) বোর্ড যেইরূপ উপযুক্ত মনে করে বাংলাদেশের সেইরূপ অন্যান্য স্থানে ফাউন্ডেশনের শাখা কার্যালয়, কেন্দ্র ও নিয়মিত সংস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে।

৫। **পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান**।—(১) ফাউন্ডেশনের বিষয়াদি ও কার্যসমূহের সাধারণ পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা এবং তত্ত্বাবধান এমন একটি বোর্ড এর উপর ন্যস্ত হইবে যাহা ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রয়োগযোগ্য সকল ক্ষমতা প্রয়োগ এবং ফাউন্ডেশন কর্তৃক সম্পাদনীয় সকল কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে; এবং

(২) বোর্ড ফাউন্ডেশন পরিচালনার ক্ষেত্রে উহাকে একটি সামাজিকভাবে সুদৃঢ় এবং আর্থিকভাবে আত্মনির্ভরশীল সত্ত্বা হিসাবে

 গড়িয়া তুলিবার এবং রক্ষা করিবার নীতি অনুসরণ করিবে।

৬। **বোর্ড**।—(১) ফাউন্ডেশনের কার্যাবলী সম্পাদন ও পরিচালনার দায়িত্ব একটি পরিচালনা বোর্ডের উপর ন্যস্ত হইবে এবং নিম্নবর্ণিত সদস্যদের সমন্বয়ে উক্ত বোর্ড গঠিত হইবে, যথাঃ—

(ক) কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, যিনি পদাধিকারবলে বোর্ডের সভাপতিও হইবেন;

(খ) জেলা প্রশাসক, কিশোরগঞ্জ, যিনি পদাধিকারবলে বোর্ডের সহ-সভাপতিও হইবেন;

(গ) প্রতিনিধি, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়;

(ঘ) প্রতিনিধি, পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়;

(ঙ) প্রতিনিধি, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো;

(চ) ম্যানেজিং ডিরেক্টর, পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন, ঢাকা;

(ছ) দুইজন ভি,ও সভাপতি;

(জ) দুইজন ভি,ও ম্যানেজার;

(ঝ) দুইজন ভি,ও সদস্য;

(ঞ) ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/ব্যাংকসমূহের একজন ম্যানেজার; এবং

(ট) ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক যিনি পদাধিকারবলে বোর্ডের সচিবও হইবেন।

(২) ১ (ছ) হইতে ১ (ঞ) পর্যন্ত সদস্যগণ জেলা প্রশাসক, কিশোরগঞ্জ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনের তারিখ হইতে দুই বছরের জন্য মনোনীত হইবেন।

৭। **পদত্যাগ**।—পদাধিকারবলে সদস্য ব্যতীত অন্য যে কোন সদস্য সভাপতির উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে তাহার সদস্যপদ ত্যাগ করিতে পারিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সভাপতি কর্তৃক গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত পদত্যাগ কার্যকর হইবে না।

৮। **বোর্ডের সদস্যদের অপসারণ**।—বোর্ডের কোন সদস্য অপসারিত হইয়া যাইবেন, যদি তিনি—

(ক) সভাপতির পূর্বানুমোদন ব্যতীত বোর্ডের পরপর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকেন;

(খ) ফাউন্ডেশনের মূলধন, আয় বা সুখ্যাতির জন্য ক্ষতিকর হইতে পারে এইরূপ কোন কার্য করিয়াছেন মর্মে বোর্ড কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হন;

(গ) নৈতিক স্খলনজনিত কোন ফৌজদারী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া অন্যূন দুই বৎসরকাল কারাদন্ড দন্ডিত হইয়া থাকেন; অথবা

(ঘ) আপাততঃ বলবৎ কোন আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হন।

৯। **সাময়িক শূন্যতা পূরণ**।—পদত্যাগ, মৃত্যু বা অন্য কোন কারণে কোন মনোনীত সদস্যের পদ শূন্য হইলে, তাহার স্থলে ৬(২) উপধারার বিধানমতে নতুন সদস্য মনোনীত করা হইবে।

১০। **নির্বাহী পরিচালক**।—ফাউন্ডেশনের একজন নির্বাহী পরিচালক থাকিবেন এবং তিনি বোর্ডের পরামর্শক্রমে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন। নির্বাহী পরিচালক ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (CEO) এবং বোর্ডের সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

১১। **নির্বাহী পরিচালকের কার্যাবলী**।—(১) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত কার্যাবলীর অতিরিক্ত হিসাবে বোর্ড যেইরূপ কার্যাবলী বরাদ্দ করিয়া দেয় সেইরূপ সকল কার্যাবলী এবং ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্যের সহিত সংগতিপূর্ণ ও সহায়ক কিন্তু বোর্ড বা বোর্ড কর্তৃক নিযুক্ত কোন কমিটির জন্য সংরক্ষিত নহে, এনরূপ কার্যাবলী সম্পাদন করাও নির্বাহী পরিচালকের দায়িত্ব হইবে।

(২) নির্বাহী পরিচালকের দায়িত্বসমূহ হইবে—

(ক) ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্যসমূহ পূরণ করা;

(খ) বোর্ডের নীতিমালা বাস্তবায়ন করা এবং নীতিগত বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করা, যেমন—ফাউন্ডেশনের আর্থিক লক্ষ্যের সহিত সংগতিপূর্ণভাবে সুদের হার চালু করার সুপারিশ;

(গ) আরোপনীয় বা পরিশোধনীয় সুদের হার চালু করাসহ ফাউন্ডেশনের কার্যাবলী সংক্রান্ত নির্দেশাবলী এবং কৌশলাদি কার্যকর করা;

(ঘ) ফাউন্ডেশনের আর্থিক স্বনির্ভরতা অর্জন এবং সংরক্ষণের প্রতি সুদৃঢ় দৃষ্টি রাখিয়া চলমান বাজার শক্তির সহিত সংগতিপূর্ণ একটি সুশৃঙ্খল প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতি গড়িয়া তোলা;

(ঙ) বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করা;

(চ) বোর্ডের দলিলাদি প্রস্তুত করা;

(ছ) সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ তত্ত্বাবধান করা;

(জ) ফাউন্ডেশনের কার্যাবলী লক্ষ্যসমূহ এবং মানদন্ড প্রতিষ্ঠা করা এবং ঐ সকল লক্ষ্যসমূহের সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধান ও অনুসরণের ব্যবস্থা করা;

(ঝ) সময় সময় প্রয়োজন হইতে পারে এইরূপ সমন্বয় বিধানপূর্বক পারিশ্রমিক ও অন্যান্য সুবিধাদি নির্ধারণসহ ফাউন্ডেশনের জনবলনীতির উন্নয়ন ও সুপারিশ করা; এবং

(ঞ) ফাউন্ডেশনের কার্যাবলী যথাযথভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের উপর অর্পণ করা।

১২। সভা।—(১) বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে ও সময়ে বোর্ডের সভাসমূহ অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) প্রত্যেক পঞ্জিকা বৎসরে বোর্ডের অন্ততঃ তিনটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) বোর্ডের সভাসমূহ, বোর্ডের সভাপতির সম্মতি সাপেক্ষে, সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ, স্থান ও সময়ে সদস্য-সচিব কর্তৃক আহ্বান করা হইবে।

(৪) বোর্ডের সভায় কোরাম গঠনের জন্য অন্যূন পাঁচজন সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন হইবে।

(৫) বোর্ডের সভায় প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির একটি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৬) বোর্ডের সভায় সকল বিষয় উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে স্থিরিকৃত হইবে।

(৭) যে বিষয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন সদস্যের স্বার্থের সংশ্লেষ থাকে সেই বিষয়ে তিনি কোন ভোট প্রদান করিতে পারিবেন না।

(৮) সভাপতি বোর্ডের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি বোর্ডের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন; এবং

(৯) শুধুমাত্র বোর্ডের সদস্য পদে শূন্যতা বা বোর্ড গঠনের ত্রুটি থাকার কারণে বোর্ডের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

১৩। **কমিটি**।—বোর্ড উহার কার্যাবলী দক্ষতার সহিত সম্পাদনে সহায়তা করিবার জন্য যেইরূপ সংগত মনে করিবে সেইরূপ কমিটি বা কমিটিসমূহ নিয়োগ করিতে পারিবে।

১৪। **ফাউন্ডেশনের কার্যাবলী**।—(১) ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য ও কর্তব্য হইবে কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার দরিদ্র ও অসুবিধাগ্রস্ত ব্যক্তিদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তাহাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং নারী-পুরুষ সমতা বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যকর আর্থিক সাহায্য, দক্ষতা বৃদ্ধি-সহায়তা, প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য প্রাসংগিক সেবা প্রদান করা।

(২) পূর্ববর্তী বিধানাবলীর সামগ্রিকতা ক্ষুণ্ন না করিয়া ফাউন্ডেশনের নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদনের ক্ষমতা থাকিবে, যথাঃ—

(ক) এমন কোন চুক্তি সম্পাদন করা যাহাতে ফাউন্ডেশনের বিবেচনায় যথাযথ ফিস বা সুদ পরিশোধের শর্তে কোন ভি,ও এর মাধ্যমে সুবিধাভোগীকে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা থাকে;

(খ) ফাউন্ডেশন সুদ প্রদানের শর্তসহ উহার বিবেচনায় যথাযথ অন্যান্য শর্তাদিতে কোন সুবিধাভোগীর নিকট হইতে সঞ্চয় বা বিনিয়োগ-সেবা প্রদানের জন্য অর্থ গ্রহণের চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া;

(গ) ভি,ও এর মাধ্যমে দরিদ্র ও অসুবিধাগ্রস্ত ব্যক্তিদের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মের উন্নয়নসাধন করা, তাহাদের জন্য উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা, তাহাদের অংশীদারিত্ব বোধ উৎসাহিত করা এবং তাহাদের মধ্যে আত্মনির্ভরশীলতার চেতনা সঞ্চয় করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকল্প ও পরিকল্পনা প্রস্তুত ও গ্রহণ করা এবং উক্তরূপ প্রকল্প ও পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নে দিক-নির্দেশনা, সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করা;

(ঘ) সংশ্লিষ্ট কর্মসংস্থান ও দারিদ্র বিমোচন প্রকল্প ও পরিকল্পনা সৃষ্টির ক্ষেত্রে যথাযথ প্রযুক্তি প্রয়োগের ধারণা সঞ্চার ও বিস্তারের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত ও বিকাশিত করা ও উহাতে সহায়তা করা;

(ঙ) ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্যসমূহের বিকাশ ও অর্জনকল্পে সরকারী, বেসরকারী বা আধা-সরকারী এজেন্সী, সংগঠন, কর্তৃপক্ষ, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিগণের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া উৎসাহিত করার জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচী, সেমিনার ও কর্মশালা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা, পৃষ্ঠপোষকতা করা ও পরিচালনা করা;

(চ) অনুরূপ উদ্দেশ্যসমূহ বিকাশে আগ্রহী সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহসহ বাংলাদেশের এবং বিদেশের অন্যান্য সংগঠন, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার সহিত যোগাযোগ ও সহযোগিতা স্থাপন ও রক্ষা করা এবং ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্যসমূহ প্রবর্ধনের জন্য অনুরূপ সংগঠন, প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও এজেন্সীগুলিকে সহযোগিতা করা;

(ছ) ফাউন্ডেশনের পরিচালনার কাজে অবিলম্বে প্রয়োজন হইবে না ফাউন্ডেশনের এমন অর্থ ঝুঁকিমুক্ত বিনিয়োগে, যেমন, সরকারী বন্ড, সরকার কর্তৃক নিশ্চয়তাদানকৃত অন্যান্য বিনিয়োগ বা মেয়াদী আমানতে এবং ব্যাংকের সঞ্চয় প্রকল্পে বিনিয়োগ করা;

(জ) ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এবং উহার লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য তহবিল গঠন করা এবং যে কোন সরকারী, বেসরকারী বা ব্যক্তিগত উৎস হইতে এবং বাংলাদেশ ও বিদেশের কোন এজেন্সী হইতে দান, অনুদান, ঋণ বা অন্যান্য আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করা ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, বিদেশী দান, অনুদান, ঋণ বা অন্যান্য আর্থিক সাহায্য গ্রহণ, সরকারের অনুমোদন ও সরকার কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে হইবে;

আরও শর্ত থাকে যে, অভ্যন্তরীণ কোন উৎস হইতে কোন দান, অনুদান, ঋণ বা আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করার জন্য অনুরূপ কোন অনুমোদন বা শর্তাদি পূরণের প্রয়োজন হইবে না;

(ঝ) ফাউন্ডেশনের কর্মচারীদের উপকারার্থে এবং তাহাদিগকে বোর্ড কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত সুযোগ ও সুবিধাদি প্রদানের উদ্দেশ্যে ভবিষ্য তহবিল, কল্যাণ তহবিল এবং অন্যান্য তহবিল গঠন করা এবং পেনশন ও যৌথ বীমা প্রকল্প গ্রহণ করা এবং তাহাদের জন্য বোর্ড কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা;

(ঞ) ফাউন্ডেশনের অনুকূলে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির তমসুক, বন্ধক, দায়বদ্ধকরণ বা স্বত্ব নিয়োগের মাধ্যমে ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রদত্ত ও অগ্রিমসমূহ সুনিশ্চিত করা;

(ট) ফাউন্ডেশনের স্বার্থ রক্ষার জন্য যেইরূপ প্রয়োজন বা কাঙ্ক্ষিত হয় সেইরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ ও কার্য করা; এবং

(ঠ) উপরি-উক্ত কার্যাবলীর সহিত সম্পর্কিত, প্রাসঙ্গিক বা আনুষংগিক বলিয়া বোর্ড বিবেচনা করে এমন অন্য যে কোন কার্য এককভাবে কিংবা অন্য কোন সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় সম্পাদন করা।

১৫। **তহবিল**।—(১) ফাউন্ডেশনের একটি তহবিল থাকিবে যাহাতে জমা হইবে—

(ক) ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত ঋণ কর্মসূচী হইতে প্রদত্ত সুদ/সার্ভিস চার্জ ;

(খ) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান ও ঋণ ;

(গ) বিদেশী এজেন্সী ও সংস্থাসমূহ হইতে সরকারের অনুমোদনক্রমে প্রাপ্ত অনুদান ও ঋণ ;

(ঘ) দেশীয় অন্যান্য উৎস হইতে প্রাপ্ত ঋণ বা অনুদান ;

(ঙ) সম্পত্তি, বিনিয়োগ এবং বন্ড ও ডিবেঞ্চার বিক্রয় হইতে প্রাপ্ত আয় ;

(চ) ব্যবসায় এবং অন্যান্য কার্যক্রম হইতে প্রাপ্ত মুনাফা এবং আয় ;

(ছ) ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রাপ্ত অন্যান্য অর্থাদি।

(২) ফাউন্ডেশনের তহবিলের সকল অর্থ বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ব্যাংক বা ব্যাংকসমূহে ফাউন্ডেশনের নামে উহার হিসাবে জমা রাখা হইবে।

(৩) ফাউন্ডেশনের তহবিল ব্যবহৃত হইবে—

(ক) এ রেজুলিউশনের অধীনে সম্পাদিতব্য কার্যাবলীর ব্যয় নির্বাহের জন্য ;

(খ) ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্য সাধনের এবং উহার উন্নয়নের উদ্দেশ্যে এবং ফাউন্ডেশনের সকল প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহের জন্য;

(গ) ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্য পূরণের সহিত সংগতিপূর্ণ কোন জাতীয় বা আন্তর্জাতিক প্রকাশনাসমূহের সুবিধাভোগী হিসাবে চাঁদা প্রদানের জন্য ।

(৪) নির্বাহী পরিচালক ও বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য একজন কর্মকর্তার যৌথ স্বাক্ষরে তহবিল পরিচালিত হইবে এবং তাঁহাদের একজন বা উভয়ের অনুপস্থিতিতে বা অক্ষমতায় বোর্ড তহবিল পরিচালনার জন্য বোর্ডের একজন সদস্য এবং একজন কর্মকর্তাকে মনোনয়ন করিতে পারিবেন।

১৬। **ভি,ও** ।—(১) প্রতিটি গ্রামে, গ্রামের বাসিন্দাদের দ্বারা এক বা একাধিক ভি,ও বা গ্রাম সংগঠন গঠন করা হইবে। ভি,ও এর গঠন ও কার্যক্রম, সঞ্চয়, ঋণ কার্যক্রম ইত্যাদি ফাউন্ডেশন কর্তৃক জারীকৃত প্রবিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

(২) প্রতিটি ভি, ও এর সদস্যগণ তাহাদের মধ্য থেকে একজনকে সভাপতি এবং একজনকে ম্যানেজার নির্বাচন করিবে।

(৩) ফাউন্ডেশনের সকল দারিদ্র বিমোচন, সামাজিক উন্নয়ন, ঋণ বিতরণ কার্যক্রম ইত্যাদি ভি,ও এর মাধ্যমে সুবিধাভোগীদের নিকট পৌছাইতে হইবে। এবং

(৪) ভি,ও এর হিসাব প্রণয়ন রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ ভৌত সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির ক্ষেত্রে ফাউন্ডেশন প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এবং সহায়তা প্রদান করিবে।

১৭। **বাজেট** ।—প্রত্যেক আর্থিক বৎসর শুরু হইবার পূর্বে, নির্ধারিত তারিখের মধ্যে এবং নির্ধারিত ফরমে নির্বাহী পরিচালক প্রত্যেক আর্থিক বৎসরের জন্য প্রাক্কলিত আয় ও ব্যয় এবং উক্ত আর্থিক বৎসরের জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইতে পারে তাহা উল্লেখ করিয়া একটি বাজেট প্রস্তুত করিবেন এবং নির্ধারিত তারিখের মধ্যে উহা বোর্ডের অনুমোদনের জন্য দাখিল করিবেন। বোর্ড বাজেট চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করিবে।

১৮। **হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা** ।—(১) ফাউন্ডেশন যথাযথভাবে উহার আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক প্রতি বৎসর ফাউন্ডেশনের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা রিপোর্টের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও ফাউন্ডেশনের নিকট প্রেরণ করিবেন এবং

(৩) মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের নিকট হইতে নিরীক্ষা প্রতিবেদন পাওয়ার পর ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক তাঁহার মন্তব্যসহ বোর্ড সভায় উহা উপস্থাপন করিবেন এবং বোর্ডের সিদ্ধান্ত মতে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

১৯। **রিটার্ণ, ইত্যাদি** ।—(১) সরকার সময় সময় যেইরূপ নির্দেশ করে, ফাউন্ডেশন সরকারের নিকট সেইরূপ রিটার্ণ, প্রতিবেদন ও বিবরণীসমূহ সরবরাহ করিবে এবং

(২) প্রত্যেক আর্থিক বৎসর শেষ হইবার ছয় মাসের মধ্যে ফাউন্ডেশন, সারা বৎসরব্যাপী ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমের উপর একটি বার্ষিক প্রতিবেদনসহ, ধারা ১৮ এর অধীনে নিরীক্ষক কর্তৃক নিরীক্ষিত একটি হিসাব বিবরণী সরকারের নিকট দাখিল করিবে।

২০। **কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ** ।—(১) ফাউন্ডেশন উহার কার্যাবলী দক্ষতার সহিত সম্পাদনের উদ্দেশ্যে বোর্ডের পরামর্শের ভিত্তিতে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কাঠামো অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে ।

(২) The Services (Reorganization and Conditions)Act, 1975 এর ৫ ধারা মতে প্রবর্তিত বেতন-ভাতাদি আদেশের কার্যকরণ থেকে ফাউন্ডেশনকে অব্যাহতি প্রদান করা হইল। ফাউন্ডেশন সরকারের অনুমোদনক্রমে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য আলাদা বেতন-ভাতা স্কেল চালু করিতে পারিবে এবং

(৩) ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ পদ্ধতি ও চাকুরীর শর্তাবলী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে। প্রবিধান না হওয়া পর্যন্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শৃংখলা, ছুটি এবং চাকুরির অন্যান্য সাধারণ প্রকৃতির শর্তাবলী সরকারী কর্মচারীর জন্যে প্রযোজ্য আইনের বিধি-বিধান মতে নিয়ন্ত্রিত হইবে ।

২১। **ফাউন্ডেশনের পাওনা আদায়**।—ফাউন্ডেশনের সকল পাওনা বকেয়া ভূমি রাজস্ব হিসাবে Public Demands Recovery Act,1913 (Beng. Act-III of 1913) এর আওতায় আদায়যোগ্য হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ঋণ গ্রহীতাকে বা অর্থ পরিশোধের জন্য দায়ী অন্য কোন ব্যক্তিকে ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রথমে অন্যূন পনের দিনের একটি নোটিশ প্রদান না করিয়া কোন পাওনা উক্তরূপে আদায় করা যাইবে না।

২২। **ক্ষমতা অর্পণ**।—বোর্ড, ফাউন্ডেশনের কার্যাবলী দক্ষতার সহিত সম্পাদন এবং উহার দৈনিক লেনদেনের সুবিধা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে, উহা যেইরূপ শর্তাদি আরোপ করা উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করে সেইরূপ শর্তাধীনে, ফাউন্ডেশনের কোন কার্যাবলী সম্পাদনের ক্ষমতা নির্বাহী পরিচালক বা অন্য কোন কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবে।

২৩। **দায়মুক্তি**।—বোর্ডের প্রত্যেক সদস্য, ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক এবং প্রত্যেক কর্মকর্তা ও কর্মচারী তাহাদের দায়িত্ব পালনকালেকৃত সকল লোকসান এবং ব্যয়ের জন্য অব্যাহতি প্রাপ্ত হইবেন, যদি না উক্তরূপ লোকসান বা ব্যয় তাহাদের ইচ্ছাকৃত কর্ম বা ত্রুটির ফলে হইয়া থাকে।

২৪। **লিকুইডেশন**।—ব্যাংক কোম্পানীর অবলুপ্তি সম্পর্কিত কোন আইনের বিধান ফাউন্ডেশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না এবং সরকারের আদেশ এবং সরকার যেইরূপ পদ্ধতি নির্দেশ করে, সেইরূপ পদ্ধতি ব্যতীত ফাউন্ডেশন অবলুপ্ত করা যাইবে না।

২৫। **প্রবিধান প্রণয়েনের ক্ষমতা**।—এই রেজুউলিশনের বিধানাবলীর কার্যকারিতা প্রদানের এবং ফাউন্ডেশনের কার্যাবলীর দক্ষ পরিচালনার উদ্দেশ্যে বোর্ড, এই রেজুলিউশনের বিধানাবলীর সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় এইরূপ প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ে প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে এবং

(২) এই ধারার অধীন প্রণীত সকল প্রবিধানমালা সরকারী গেজেটে প্রকাশ করিতে হইবে এবং উহা উক্তরূপ প্রকাশের তারিখ হইতে বলবৎ হইবে।

২৬। **কিশোরগঞ্জ সদর থানা দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন প্রকল্প ও কর্মসূচীর নিকট হইতে সম্পদ,দায়-দেনা, ইত্যাদি হস্তান্তর**।—ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ঃ—

(ক) ইউএনডিপি সাহায্যপুষ্ট কিশোরগঞ্জ সদর থানা দারিদ্র বিমোচন প্রকল্প ও দক্ষিণ এশিয়া দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী (SAPAP) এর আওতায় গৃহীত কর্মসূচী, অতঃপর বিলুপ্ত প্রকল্প ও কর্মসূচী বলিয়া উল্লিখিত, বিলুপ্ত হইবে;

(খ) বিলুপ্ত প্রকল্প ও কর্মসূচীর সকল সম্পদ, অধিকার, ক্ষমতা কর্তৃত্ব ও সুবিধা এবং সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, তহবিল, নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ সংরক্ষিত তহবিল, বিনিয়োগ এবং উক্ত সম্পত্তিতে বা উক্ত সম্পত্তি হইতে উদ্ভূত উক্ত প্রকল্পে যাবতীয় অধিকার ও স্বার্থ এবং তৎসম্পর্কিত সকল হিসাব বহি, রেজিস্টার, রেকর্ড ও অন্য যে কোন ধরনের দলিল-দস্তাবেজ ফাউন্ডেশনের নিকট হস্তান্তরিত ও ন্যস্ত হইবে ;

(গ) বিলুপ্ত প্রকল্পের উপর বর্তিত সকল দায়-দেনা ও দায়িত্ব, ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার পূর্বে উহাদের দ্বারা বা উহাদের সহিত বা উহাদের পক্ষে সম্পাদিত সকল চুক্তি এবং কোন মালামাল বা সেবা বা উভয়টি সরবরাহের জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ সকল বিষয় ও বস্তু ফাউন্ডেশনের উপর বর্তিত, অথবা উহার দ্বারা, উহার সহিত বা উহার পক্ষে সম্পাদিত বা অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে ;

(ঘ) ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার পূর্বে প্রকল্প ও কর্মসূচী কর্তৃক প্রদত্ত সকল ঋণ ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই রেজুলিউশনের বিধানাবলী অনুযায়ী আদায়যোগ্য হইবে ; এবং

(ঙ) বিলুপ্ত প্রকল্প ও কর্মসূচীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ বোর্ড কর্তৃক গঠিত বাছাই কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে ফাউন্ডেশনের উপযুক্ত পদে নিয়োজিত হইবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

বদিউর রহমান
যুগ্ম-সচিব(কমিটি ও উন্নয়ন)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রশাসনিক উন্নয়ন শাখা

প্রজ্ঞাপন

নং মপবি/প্রশাউ/প্রাঃকঃ-৮(২)/৯৫-৬৫ তারিখ, ২৭ ফাল্গুন ১৪০৮বাং/১১ মার্চ ২০০২ খ্রিঃ।—বেসরকারীকরণ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ২৫ নং আইন) এর ১১(১) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার বেসরকারীকরণ কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে নিম্নরূপ বেসরকারীকরণ নীতিমালা, ২০০১ প্রণয়ন করিল ঃ—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।—এই নীতিমালা বেসরকারীকরণ নীতিমালা, ২০০১ নামে অভিহিত হইবে।

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

২। ভূমিকা।—রাষ্ট্রীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের রুগ্ন ও ক্রমাবনতিশীল অবস্থার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে শিল্প বাণিজ্য ক্ষেত্রে বেসরকারী খাতের ভূমিকা অধিকতর গতিশীল ও শক্তিশালী করিতে আগ্রহী। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে বেসরকারীকরণ একটি অন্যতম পন্থা হিসাবে স্বীকৃত। এই বেসরকারীকরণ কর্মসূচীকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের জন্য একটি বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা হিসাবে প্রাইভেটাইজেশন কমিশন গঠন করা হয়। বিদ্যমান বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়াকে আরো সময়ানুগ, সুসংহত ও ফলপ্রসূ করিবার জন্য সরকার বদ্ধপরিকর। সরকার মালিক বা নিয়ন্ত্রক হিসাবে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের সহিত সরাসরি সংশ্লিষ্ট না থাকিয়া অর্থনৈতিক সহায়ক ও উৎসাহ প্রদানকারীর ভূমিকা পালনের নীতি গ্রহণ করিয়াছে। সরকার শুধুমাত্র উৎপাদনশীল শিল্প-কারখানা হইতেই মালিকানা বা কর্তৃত্ব প্রত্যাহার করিবে না, অন্যান্য ক্ষেত্র যেমন-সেবা প্রতিষ্ঠান ও জনগুরুত্বপূর্ণ শিল্প বা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যেইগুলি বেসরকারী উদ্যোক্তাগণ বিশেষ দক্ষতা ও উদ্যোগী মনোভাব লইয়া পরিচালনা করিতে সমর্থ হইবে, সেই সকল ক্ষেত্র হইতেও ভূমিকা ক্রমান্বয়ে প্রত্যাহার করিয়া একটি উন্নত বেসরকারী ব্যবস্থাপনা গড়িয়া তুলিতে আগ্রহী। বেসরকারী ব্যবসায়িক কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য একটি স্থিতিশীল সামষ্টিক অর্থ ব্যবস্থা অপরিহার্য। সেইলক্ষ্যে একটি স্থায়ী, নির্ভরযোগ্য, নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ ও সমন্বিত আর্থিক ব্যবস্থাপনা বজায় রাখিবার জন্য সরকারের কার্যক্রম পরিচালিত হইবে। শিল্প খাতের উন্নয়নের জন্য সরকার বেসরকারী শেয়ার হোল্ডার ও ঋণদাতাদের স্বার্থ সংরক্ষণপূর্বক একটি দক্ষ ও কার্যকর যৌথ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখিবে। সরকার উৎপাদনশীল শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হইতে মালিকানা, ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করিলে সরকারের পক্ষে সাধারণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা, সামাজিক, জনকল্যাণ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, দেশরক্ষা ও পরিবেশসহ যেইসমস্ত ক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যোগের অভাব রহিয়াছে, সেই সকল উপযুক্ত ক্ষেত্রে অধিক সম্পদ নিয়োজিত করা ও যথাযথ মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বেসরকারীকরণের উদ্দেশ্য

৩। **বেসরকারীকরণ উদ্দেশ্য।**—সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সতর্কতা ও দক্ষতার সংগে উৎপাদনশীল শিল্প, সেবা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বেসরকারীকরণ করা হইলে নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ সাধিত হইবে ঃ—

(ক) **দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সামাজিক কল্যাণ** ঃ বেসরকারী খাতের শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান সাধারণতঃ সরকারী মালিকানাধীন শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের চাইতে অধিকতর দক্ষতা ও প্রতিযোগিতামূলকভাবে পরিচালিত হয়। মানসম্পন্ন ও দ্রুত সেবা প্রদানে সক্ষম প্রতিষ্ঠানসমূহ যোগ্যতা বলেই প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকিয়া থাকে এবং মুনাফা অর্জনে সক্ষম হয়। এমতাবস্থায় বেসরকারীকরণের ফলশ্রুতিতে বিদ্যমান শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রমের প্রসার ঘটিবে, নূতন ব্যবসার উন্নতি সাধিত হইবে, জাতীয় আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাইবে এবং প্রত্যক্ষ পরোক্ষ অনেক আর্থ-সামাজিক সুযোগ-সুবিধা অর্জনের পথ সুগম হইবে।

(খ) **বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ, দক্ষতা বৃদ্ধি, পারস্পরিক সম্পর্কোন্নয়ন** ঃ একটি সুষ্ঠু, স্বচ্ছ এবং গতিশীল বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়া স্থানীয় বিনিয়োগের পাশাপাশি বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখিবে। দেশে স্থানীয় ও বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইলে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ও দক্ষতার বিনিময় হইবে। ফলে নূতন ব্যবস্থাপনা দক্ষতা এবং প্রযুক্তির ব্যবহার সম্ভব হইবে যাহা পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নেও সহায়ক ভূমিকা রাখিবে।

(গ) **রাজস্ব প্রাপ্তি** ঃ বর্তমানে অনেক সরকারী মালিকাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান অত্যন্ত রগ্ন অবস্থায় আছে এবং কিছু প্রতিষ্ঠান বন্ধ হইয়া গিয়াছে। অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতি পুরানো এবং সম্পূর্ণ অকেজো হইয়া পড়িয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানসমূহ উৎপাদনশীলতা, গুণগত উৎকর্ষতা, ডিজাইন বা অন্যান্য বিবেচনায় প্রতিযোগিতামূলক বাজারের চাহিদা পূরণে অসমর্থ। তদুপরি অনেক সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রচুর দীর্ঘমেয়াদী ঋণের বোঝায় ন্যুব্জ। সরকারী মালিকানাধীন অধিকাংশ শিল্প প্রতিষ্ঠানই ক্রমাগতভাবে লোকসান দিয়া যাইতেছে এবং প্রত্যেক বৎসর সরকার বিপুল পরিমাণ ভর্তুকী প্রদানের মাধ্যমে এই সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান চালু রাখিতেছে। ইহার ফলে সরকারের উপর আর্থিক চাপ বৃদ্ধি পাইতেছে। সরকার এই সকল প্রতিষ্ঠান বেসরকারীকরণের মাধ্যমে এই দায়ভার হইতে মুক্ত হইবে এবং অর্জিত বিক্রয় মূল্য সরকারের রাজস্ব প্রাপ্তিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখিবে।

(ঘ) **লোকসানী শিল্প প্রতিষ্ঠান হইতে সম্পদ অবমুক্ত করিয়া অন্যান্য সামাজিক ও জনকল্যাণমূলক কাজে বিনিয়োগ ঃ** রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠাসমূহের অব্যাহত লোকসানের কারণে রাষ্ট্রীয় ক্ষতি বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে। এই সমস্ত লোকসানী শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্রমবর্ধমান এবং অনাদায়ী ঋণের উপরে চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ জমা হইতেছে। তদুপরি নূতন ঋণ গ্রহণও অব্যাহত রহিয়াছে। এই সকল লোকসানী ঋণগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যক্তিমালিকানায় হস্তান্তর করা সম্ভব হইলে সরকারের আর্থিক ভর্তুকী প্রদানের চাপ হ্রাস পাইবে। ফলে এই সম্পদ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রয়োজনে যেমন ঃ শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা, প্রতিরক্ষা, আইন-শৃঙ্খলা, পরিবেশ, অবকাঠামো নির্মাণ, সামাজিক নিরাপত্তা ও দারিদ্র্য নিরসন ইত্যাদি কর্মকান্ডে ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি হইবে। এইভাবে বেসরকারীকরণের মাধ্যমে অবমুক্ত সম্পদ ব্যবহার করিয়া দেশকে অধিকতর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথে পরিচালনা করা সম্ভব হইবে।

(ঙ) **প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং তাহা সংরক্ষণ ঃ** বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়া দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করিতে সহায়ক হইবে। একটি বন্ধ বা প্রায় বন্ধ শিল্প প্রতিষ্ঠানের পক্ষে উৎপাদন কার্যক্রম চালু রাখা, শ্রমিকদের বেতনাদি পরিশোধ করা এবং নূতন শ্রমিক নিয়োগ করা সম্ভব নয়। এইরূপ শিল্প প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিমালিকানায় হস্তান্তর উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করিবে। অন্যদিকে এই সকল অব্যবহৃত বা স্বল্প ব্যবহৃত সম্পদ প্রতিযোগিতামূলক উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত করা সম্ভব হইলে তাহা দেশের কাঙ্খিত প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক হইবে। একটি লোকসানী শিল্প প্রতিষ্ঠানের পক্ষে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখা সম্ভব নয়। বরং তাহা দেশের সম্পদের উপর অনাকাঙ্খিত চাপ সৃষ্টি করে এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধির পরিবর্তে সেখানকার শ্রমিক কর্মচারীরা চাকুরীচ্যুত হয়। এইরূপ অবস্থায় বেসরকারীকরণের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে দীর্ঘমেয়াদে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাইবে এবং তাহা সংরক্ষণ করাও সম্ভব হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়

সাধারণ অনুসৃতব্য নীতি

৪। **শ্রমিক কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ।**—বেসরকারীকরণের জন্য নির্ধারিত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত শ্রমিক কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের ন্যায়সংগত স্বার্থ রহিয়াছে। সুতরাং বেসরকারীকরণের ফলে শ্রমিক কর্মচারীগণ যাহাতে আইনসংগত প্রাপ্যতা হইতে বঞ্চিত না হয় সেই বিষয়ে সরকার বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করিবে। এই লক্ষ্যে সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ বেসরকারীকরণের প্রক্রিয়া ও ফলাফল সম্পর্কে শ্রমিক-কর্মচারীগণকে যথাযথভাবে জ্ঞাত রাখিতে হইবে।

৫। **ক্রেতার পরিকল্পনা ও সদিচ্ছার গুরুত্ব।**—সরকার বেসরকারীকরণের ফলে অধিক কর্মসংস্থানের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করিবে এবং শুধুমাত্র সর্বাধিক রাজস্ব আয়কে একমাত্র লক্ষ্য হিসাবে বিবেচনা না করিয়া হস্তান্তরযোগ্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের ইচ্ছুক ক্রেতাদের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের বিষয়ে আগ্রহ, পরিকল্পনা, সদিচ্ছা ও কর্মসংস্থান ইত্যাদির প্রতিও গুরুত্ব প্রদান করিবে।

৬। **সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে শিল্প প্রতিষ্ঠানের বন্ধ পরিহার করা।**—জনসাধারণের সার্বিক মঙ্গলের লক্ষ্যে সকল শিল্প, বাণিজ্যিক ও সেবা প্রতিষ্ঠান হইতে সরকারী সম্পদ অবমুক্ত করিয়া তাহা কাঙ্খিত সামাজিক প্রয়োজনে ব্যবহার করা বেসরকারীকরণ কর্মসূচীর লক্ষ্য। ব্যক্তিখাতে এই সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান হস্তান্তরের পর অব্যাহতভাবে চালু রাখিবার মাধ্যমে এই লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব। বেসরকারীকরণের অন্যান্য পদ্ধতি অকার্যকর হইয়া পড়িলে কাঠামো বিন্যাস পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমেও লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা করা হইবে। কোন শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বর্তমান বাজারের পরিপ্রেক্ষিতে একেবারেই অপ্রতিযোগিতামূলক এবং ইহার যন্ত্রপাতি ইত্যাদির অবস্থা এমনই হয় যে, কাঠামো বিন্যাস পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে ঋণমুক্ত করিলেও ইহার পক্ষে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ব্যবসা পরিচালনা করা সম্ভব হইবে না কিংবা ইহার জন্য কোন উদ্যোগী ক্রেতা পাওয়া যাইবে না, সেইক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটির দায়-দেনা পরিশোধের লক্ষ্যে সম্পদ বিক্রয় অর্থাৎ লিকুইডেশন করিবার অনুমতি দেওয়া ইহবে। অর্থাৎ ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পরিচালনার সম্ভাবনাকে সামনে রাখিয়া সরকারী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যক্তিমালিকানায় হস্তান্তরের পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে।

৭। **বাজার দর বিক্রয়মূল্য হিসাবে বিবেচিত হইবে।**—ইচ্ছুক ক্রেতারা বিক্রিতব্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের বাজারদরের ভিত্তিতে দরপত্র দাখিল করিবেন। কমিশনপ্রাপ্ত দরপত্রসমূহে উদ্ধৃত আর্থিক মূল্য পরীক্ষা নিরীক্ষাপূর্বক অন্যান্য শর্তাবলী পালন সাপেক্ষে প্রস্তাবিত সর্বাধিক মূল্য সংবলিত দরপত্রটি গ্রহণ করিবে।

৮। **ক্রেতাদের স্বার্থ রক্ষা করা।**—হস্তান্তরিত সম্পদের উপর ক্রেতার আইনসঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠায় নিশ্চয়তা প্রদান করা হইবে। এই উদ্দেশ্যে কমিশন কর্তৃক সংশ্লিষ্ট ক্রেতাকে একটি বেসরকারীকরণ সার্টিফিকেট প্রদান করা হইবে। এই সার্টিফিকেট একদিকে হস্তান্তর সার্টিফিকেট ও অন্যদিকে ক্রেতার জন্য বৈধ দলিল হিসাবে কাজ করিবে এবং ইহাতে ক্রেতার অধিকার ও দায়-দায়িত্বসমূহ বিধৃত থাকিবে। অবশ্য হস্তান্তরিত সম্পদের উপর কোন বিরোধ উত্থাপিত হইলে এবং ইহার ফলে ক্রেতা ক্ষতির সম্মুখীন হইলে এই সার্টিফিকেটে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা উল্লেখ থাকিবে। প্রদেয় এই সার্টিফিকেটে ক্রেতা কর্তৃক বহনকৃত ঋণের ধরণ এবং পরিমাণ সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকিবে, যাহাতে হস্তান্তর প্রক্রিয়ার শেষ পর্যায়ে ক্রেতাকে কোন অপ্রত্যাশিত ঝুঁকির সম্মুখীন হইতে না হয়। তবে ক্রেতা বিক্রয়ের কোন শর্ত পালনে ব্যর্থ হইলে প্রাইভেটাইজেশন কমিশন এই সার্টিফিকেট বাতিল করিতে পারিবে।

৯। **স্বচ্ছতা, গোপনীয়তা রক্ষা এবং পক্ষপাতহীন আচরণ**।—সরকারের বেসরকারীকরণ কর্মসূচী বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কমিশন সকল স্তরে স্বচ্ছতার নীতি অনুসরণ করিবে। কোন ক্রেতা কর্তৃক ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে প্রদত্ত কোন প্রস্তাবে সন্নিবেশিত তথ্যাদি যথা সম্পদ, আর্থিক সঙ্গতি অথবা ক্রেতার অন্যান্য বিষয়াদি ইত্যাদির গোপনীয়তা রক্ষা করা কমিশন নিশ্চিত করিবে। বেসরকারীকরণ সংক্রান্ত তথ্য বা দলিলাদি প্রদানের ক্ষেত্রে কমিশন সকল দরদাতা বা ক্রেতার সহিত পক্ষপাতহীন আচরণ করিবে। দরপত্র সংক্রান্ত বিষয়ে প্রদত্ত দলিলে উল্লিখিত বেসরকারীকরণের জন্য নির্ধারিত কোন প্রতিষ্ঠানের সম্পদের বিবরণী কমিশন নিজে নির্ধারণ করিবে না। নিয়োজিত স্বতন্ত্র মূল্যায়ন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বিবরণ (প্রফাইল) কমিশন ইচ্ছুক দরপত্রদাতাদের সরবরাহ করিবে। একজন ক্রেতা কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত বেসরকারীকরণ সার্টিফিকেটে বর্ণিত স্বত্ব ক্ষতিপূরণ, অথবা দায়দেনা সংক্রান্ত বিষয়ে পূর্ণ অধিকার সংরক্ষণ করিবেন।

চতুর্থ অধ্যায়

সমন্বিত বেসরকারীকরণ কর্মসূচী

১০। **বেসরকারীকরণ কর্মসূচী প্রণয়ন**।—(১) সরকার বেসরকারীকরণ কর্মসূচীর পরিপূর্ণ বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকিবে। যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান বেসরকারীকণের আওতাভুক্ত রহিয়াছে সেইগুলি ছাড়াও ক্রমান্বয়ে সরকারী মালিকানাধীন সকল শিল্প, বাণিজ্য ও সেবা প্রতিষ্ঠান বেসরকারীকরণের জন্য সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইবে। এইলক্ষ্যে সরকার সময় সময় কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে সরকারী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠনসমূহ নির্দিষ্ট করিয়া ইহার তালিকা কমিশনে প্রেরণ করিবে। বেসরকারীকরণের জন্য নির্ধারিত তালিকা অনুসারে প্রতিষ্ঠানসমূহ বেসরকারীকণের জন্য কমিশন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে। লাভজনক ও অলাভজনক শিল্প, বাণিজ্যিক ও সেবা প্রদানকারী সকল সরকারী প্রতিষ্ঠান পর্যায়ক্রমে বেসরকারীকরণের জন্য তালিকাভুক্ত করা হইবে। জনগুরুত্বপূর্ণ শিল্প, বাণিজ্য ও সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে যেইগুলি বেসরকারী উদ্যোগে দক্ষতার সহিত পরিচালনা করা সম্ভব সেই সকল প্রতিষ্ঠানও বেসরকারীকরণের জন্য কর্মসূচী গ্রহণ করা হইবে।

(২) ভিন্ন ভিন্ন সংস্থা কর্তৃক ভিন্ন ভিন্ন অনুসৃত পদ্ধতি ও শর্ত আরোপের মাধ্যমে বেসরকারীকরণ করিতে যাইয়া যাহাতে কোন প্রকার বিভ্রান্তির সৃষ্টি না হয়, তাহা নিশ্চিতকরণকল্পে কেবলমাত্র একটি বিধানের আওতায় একটি মাত্র সংস্থা অর্থাৎ বেসরকারীকরণ কমিশনের মাধ্যমে বেসরকারীকরণ করা হইবে।

(৩) সরকার নিশ্চিত করিবে যে, বেসরকারীকরণের জন্য নির্দিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা বেসরকারীকরণ কমিশনের নিযন্ত্রণাধীন থাকিবে। বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়া বাস্তবায়নকালে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত তথ্যাদি দরদাতাদেরকে স্পষ্টভাবে জানানো হইবে।

(৪) বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়া দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য সরকার সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৫) বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়া চলাকালে যাহাতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা বা অন্যকোন ব্যক্তি/সংস্থা কোন বিভ্রান্তি বা বাধার সৃষ্টি করিতে না পারে সেই বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইবে। একমাত্র কমিশন বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়ায় সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করিবে এবং বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে উদ্ভুত সমগ্র বিষয় কমিশনের একক নিয়ন্ত্রণে থাকিবে। বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়ার বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণের জন্য কমিশনের প্রয়োজনীয় ক্ষমতা থাকিবে এবং একমাত্র কমিশনই তথ্য সরবরাহ, পরামর্শ প্রদান, আলোচনা ও যাবতীয় বিষয়ে ক্রেতাদের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিবে। কেবলমাত্র কমিশন ক্রেতাদের বরাবরে বেসরকারীকরণ সার্টিফিকেট ইস্যু করিবে। কমিশনের লিখিত অনুরোধ বা অনুমোদন ব্যতীত কোন মন্ত্রণালয়, দপ্তর বা সেক্টর কর্পোরেশন বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করিবে না।

(৬) কমিশনের অনুরোধে মন্ত্রণালয়, দপ্তর অথবা সেক্টর কর্পোরেশন বেসরকারীকরণের জন্য নির্দিষ্ট সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সম্পদ, দায়দেনা, ব্যবস্থাপনা ও কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারী-কর্মকর্তাদের সম্পর্কে সকল তথ্য কমিশনকে সরবরাহ করিবে এবং বেসরকারীকরণের জন্য নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের উপর কমিশনের নিয়ন্ত্রণ সুদৃঢ় করিবার জন্য কমিশনকে সকল প্রকার সহযোগিতা করিবে।

(৭) সরকার কর্তৃক চিহ্নিত শিল্প, বাণিজ্য ও সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহের বেসরকারীকরণের পর প্রতিষ্ঠানসমূহকে পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে চালু রাখা, বিভিন্ন সংস্থার সাথে প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক লেনদেন, সম্ভাবনাময় আর্থিক উৎসসমূহ ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য প্রদান এবং অন্যান্য সহযোগিতা প্রদানের জন্য কমিশনের ভূমিকা থাকিবে। প্রতিষ্ঠানের ক্রেতা— প্রতিষ্ঠান বিক্রয়ের শর্তাবলী, আইন-কানুন ইত্যাদি সঠিকভাবে পালন করিতেছে কিনা কমিশন তাহা নিয়মিত পরিবীক্ষণ করিবে।

পঞ্চম অধ্যায়

বেসরকারীকরণ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও স্বতন্ত্র পরামর্শ গ্রহণ

১১। **বেসরকারীকরণ পরিকল্পনা প্রণয়ন**।—(১) বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়া বিভিন্ন পর্যায়ে সম্পন্ন হয়। প্রথমতঃ বেসরকারীকরণের জন্য একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বেসরকারীকরণের জন্য সরকারী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ সনাক্তকরণ; দ্বিতীয়তঃ বেসরকারীকরণের জন্য চিহ্নিত প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের উপর সমীক্ষা সম্পাদনপূর্বক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ; তৃতীয়তঃ বেসরকারীকরণের জন্য চিহ্নিত প্রতিষ্ঠানকে বিক্রয়যোগ্য অবস্থায় উন্নীতকরণ; এবং সর্বশেষে বেসরকারীকরণের জন্য একটি উপযুক্ত পদ্ধতি অবলম্বনপূর্বক বেসরকারীকরণ কাজ সম্পন্নকরণ।

(২) সরকার ও বেসরকারীকরণ কমিশন যৌথভাবে পরবর্তী পাঁচ বৎসরের জন্য একটি বেসরকারীকরণ পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবে। বেসরকারীকরণের জন্য নির্ধারিত সরকারী মালিকানাধীন শিল্প, বাণিজ্য ও সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা এই পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত থাকিবে। সরকার ও কমিশন সম্মিলিতভাবে এই তালিকা প্রস্তুত করিবে। একটি নিদিষ্ট সময় অন্তর অন্তর এই তালিকা হালনাগাদ করা হইবে। প্রয়োজন হইলে নূতন নূতন প্রতিষ্ঠান এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে। তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের জন্য কমিশন একটি সময়সূচী নির্ধারণ করিবে। কমিশন নির্ধারিত সময়সূচী অনুসারে তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ বেসরকারীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে এবং প্রতিষ্ঠানসমূহ বেসরকারীকরণের জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি নির্ধারণ করিবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থাসমূহ কমিশনকে এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করিবে।

(৩) বেসরকারীকরণের জন্য নির্ধারিত প্রতিষ্ঠানের আকার, সম্পদের পরিমাণ ও ব্যবসার ধরণ বিবেচনা করিয়া, বিশেষ করিয়া যেই সকল প্রতিষ্ঠানে বিদেশী বিনিয়োগকারী ও ক্রেতা আকৃষ্ট করা প্রয়োজন, সেই সকল প্রতিষ্ঠান বেসরকারীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ বা কার্যক্রম গ্রহণের জন্য কমিশন বেসরকারীকরণে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন দেশী অথবা বিদেশী বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগদান করিতে পারিবে। এই সকল বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিয়োগের জন্য সরকার অর্থের সংস্থান করিবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বেসরকারীকরণের জন্য শিল্প/বাণিজ্য/সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রস্তুতকরণ

১২। **বেসরকারীকরণের জন্য চিহ্নিত শিল্প/বাণিজ্য/সেবা প্রতিষ্ঠনসমূহের মূল্যায়ন।**—চিহ্নিত প্রতিষ্ঠানসমূহ বেসরকারীকরণের জন্য দরপত্র আহবানের পূর্বে সি,এ ফার্ম অথবা অন্যকোন দক্ষ স্থানীয় বা বিদেশী বিশেষজ্ঞ মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান দ্বারা উহার মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত করানো হইবে। মূল্যায়ন প্রতিবেদন বেসরকারীকরণ কমিশন পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। মূল্যায়ন প্রতিবেদন পরীক্ষার কাজে কমিশন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থার সহযোগিতা গ্রহণ করিতে পারিবে। সি,এ ফার্ম/মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান-এর মূল্যায়ন প্রতিবেদন কমিশনের নিকট সন্তোষজনক বিবেচিত না হইলে পুনর্বার অন্য একটি সি,এ ফার্ম/মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান দ্বারা পুনঃমূল্যায়ন করা যাইবে। ইচ্ছুক দরদাতাগণ দরপত্র দাখিলের পূর্বে চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদনসহ সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র যথা তিন বৎসরের ব্যবসায়িক ফলাফল প্রতিবেদন ইত্যাদি দেখিতে পারিবে।

১৩। **মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণের দিক-নির্দেশনা।**—প্রতিষ্ঠানের মুল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণের ক্ষেত্রে সি,এ ফার্ম/বিশেষজ্ঞ মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠানকে নিম্নবর্ণিত দিক-নির্দেশনা অনুসরণ করিতে হইবে ঃ—

(ক) যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের ক্ষেত্রে প্রচলিত একাধিক তাত্ত্বিক পদ্ধতি যথা—প্রতিস্থাপন মূল্য, অবচিত মূল্য ইত্যাদি দ্বারা মূল্যায়ন করিতে হইবে। তবে সি, এ ফার্ম/মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান কোন মূল্যায়ন সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য তাহা প্রতিবেদনে উল্লেখ করিবে এবং উহার পক্ষে যুক্তি প্রদান করিবে। যন্ত্রপাতির মূল্যায়নে "অবসোলেসেন্স এবং প্রোডাক্টিভিটি" বিবেচনায় নিতে হইবে। ইহাছাড়া, মূল্যায়নের প্রচলিত যে কোন পদ্ধতি কমিশনের অনুমোদনক্রমে অনুসরণ করা যাইবে।

(খ) যে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সে ক্ষেত্রে অদৃশ্য সম্পদ যথা প্রতিষ্ঠানের সুনাম (Goodwill) এবং কৃতি স্বত্ব (Patent Right) এর যথাসম্ভব মূল্যায়ন করিতে হইবে এবং মূল্যায়নের ভিত্তি বর্ণনা করিতে হইবে।

(গ) জমির মূল্যায়নের জন্য সি,এ ফার্ম/মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান প্রাসংগিক ক্ষেত্রে পূর্ত মন্ত্রণালয়, রাজউক, পৌরসভা ও রেজিষ্ট্রেশন অফিসের সংগে পরামর্শ করিয়া এবং পারিপার্শ্বিকতা বিচার করিয়া জমির মূল্য নির্ধারণ করিবে এবং নির্ধারিত মূল্যের পক্ষে যুক্তি প্রদান করিবে।

(ঘ) দালান-কোঠা ও কারখানা ভবনের ক্ষেত্রে বর্তমান নির্মাণ ব্যয় হিসাব করিয়া উহা হইতে প্রচলিত হিসাব পদ্ধতি অনুসারে অবচয় বিয়োগ করিয়া মূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে। নির্মাণ ব্যয় অনুমোদনের ব্যাপারে প্রাসংগিক ক্ষেত্রে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য নির্মাণ প্রকৌশলী বিভাগের রেট চার্ট ও পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক প্রকাশিত নির্মাণ ব্যয়ের হিসাবকে ভিত্তি হিসাবে ধরা যাইতে পারে।

(ঙ) ষ্টক ও ষ্টোর্সের ক্ষেত্রে ক্রয় মূল্য/উৎপাদন মূল্য অনুসারে অর্থাৎ বুক ভ্যালুতে মূল্যায়ন করিতে হইবে।

(চ) অন্যান্য চলতি সম্পদ, যথা— সান্ড্রী ডেটর্স, আদায় যোগ্যতার ভিত্তিতে মূল্যায়ন করিতে হইবে।

(ছ) সি, এ ফার্ম/মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের সকল প্রকার দেনা-পাওনার মূল্যায়ন করিবে।

(জ) সি, এ ফার্ম/মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান স্থায়ী সম্পদের এবং চলতি সম্পদের মূল্যায়ন পৃথকভাবে দেখাইবে এবং স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী দায়-দেনা থাকিলে উহার পরিমাণ উল্লেখ করিবে।

১৪। **মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রোফাইল প্রণয়ন।**—প্রতিষ্ঠানের মূল্যায়ন প্রতিবেদন চূড়ান্ত হওয়ার পর উহার ভিত্তিতে বেসরকারীকরণ কমিশন, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দের যৌথ স্বাক্ষরে একটি প্রোফাইল প্রণয়ন করা হইবে যাহাতে স্থায়ী সম্পদের মূল্য, চলতি সম্পদের মূল্য, চলতি দায়-দেনা এবং দীর্ঘমেয়াদী দায়-দেনা সন্নিবেশিত থাকিবে। দরপত্র আহবানের পূর্বে এই প্রোফাইল প্রস্তুত করিতে হইবে এবং তাহা ইচ্ছুক দরপত্রদাতাকে সরবরাহ করিতে হইবে। প্রোফাইলে সন্নিবেশিত পরিসম্পদ ও দায়-দেনা বেসরকারীকরণের নিমিত্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১৫। **বাণিজ্যিকিকরণ বা যৌথ সংস্থাভুক্তকরণ।**—কোন কোন শিল্প/বাণিজ্যিক/সেবা প্রতিষ্ঠান কার্যকরভাবে বেসরকারীকরণের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে উহার আর্থিক, সাংগঠনিক, প্রশাসনিক কাঠামো কিংবা মূলধন ও দেনার পুনর্গঠন ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে। ক্ষেত্র বিশেষে সেবা প্রদানকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান ও জনগুরুপূর্ণ কোম্পানীসমূকে বাণিজ্যিকিকরণ (Commercialization) বা যৌথ সংস্থাভুক্তকরণ (Corporatization) এর জন্য আইনগত কাঠামো পরিবর্তন করিবার প্রয়োজন হইতে পারে। এই কাজে পরামর্শ সুপারিশ ও সহযোগিতা গ্রহণ করিবার জন্য কমিশন বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করিতে পারিবে।

সপ্তম অধ্যায়

বেসরকারীকরণ পদ্ধতি

১৬। **বেসরকারীকরণের বিভিন্ন পদ্ধতি।**—বেসরকারীকরণের জন্য ক্ষেত্র বিশেষে নিম্নবর্ণিত এক বা একাধিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হইবে ঃ—

(ক) দরপত্রের মাধ্যমে বিক্রয় ঃ বেসরকারীকরণের জন্য তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান বিক্রয়ের জন্য কমিশন দরপত্র আহবান করিবে। প্রথমবার দরপত্র আহবানের পর কোন গ্রহণযোগ্য দরপত্র পাওয়া না গেলে কমিশন দ্বিতীয়বার দরপত্র আহবান করিতে পারিবে। যদি দ্বিতীয় বারেও গ্রহণযোগ্য দরপত্র পাওয়া না যায়, তাহা হইলে কমিশন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বেসরকারীকরণের জন্য অন্যান্য উপযুক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করিতে পারিবে এবং তদসম্পর্কে কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। দরপত্র পদ্ধতির ক্ষেত্রে কমিশন সিলমোহরযুক্ত গোপনীয় টেন্ডার বা উন্মুক্ত টেন্ডারের যে কোন একটি মাধ্যম গ্রহণ করিতে পারিবে। সীলমোহরযুক্ত দরপত্রের ক্ষেত্রে দরপত্রে উদ্ধৃত মূল্যই দরপত্র গ্রহণের প্রধান মাপকাঠি হইবে। যদিও বিক্রয়ের অপরাপর শর্তাদি ক্রেতার উপর আরোপ করা থাকিবে। অপরপক্ষে উন্মুক্ত দরপত্রের ক্ষেত্রে উদ্ধৃত্ত মূল্য ছাড়াও প্রযুক্তিগত শর্তাবলী পালন দরপত্র গ্রহণের মাপকাঠি হিসাবে বিবেচিত হইবে। বিক্রয়ের জন্য দরপত্র পদ্ধতি হইবে নিম্নরূপ ঃ—

(১) প্রতিষ্ঠান বিক্রয়ের ক্ষেত্রে আগ্রহী ক্রেতাকে প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী সম্পদের উপর দরপত্র প্রদান করিতে হইবে।

(২) প্রস্তুতকৃত প্রোফাইল অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘমেয়াদী দেনা বিদ্যমান শর্তে ক্রেতাকে গ্রহণ করিতে হইবে। এই ক্ষেত্রে প্রোফাইলে উল্লেখিত পরিমাণ দীর্ঘমেয়াদী দেনা এবং পরবর্তী সময়ে হস্তান্তরের সময় পর্যন্ত আরোপিত সুদ ক্রেতাকে গ্রহণ করিতে হইবে। দরপত্র গৃহীত হওয়ার পর প্রোফাইলে উল্লেখিত দীর্ঘমেয়াদী, দেনার অতিরিক্ত কোন দীর্ঘমেয়াদী দেনা চিহ্নিত হইলে উহা সরকার গ্রহণ করিবে। দীর্ঘমেয়াদী দেনা পরিশোধের শর্তাবলী নির্ধারিত না থাকিলে ক্রেতা মোট দীর্ঘমেয়াদী দেনার ১০% ডাউন-পেমেন্টের মাধ্যমে পরিশোধ করিবেন। অবিশিষ্ট দীর্ঘমেয়াদী দেনা সমান ২০টি ষান্মাসিক কিস্তিতে বার্ষিক ১০% সরল সুদসহ পরিশোধ করিবেন। ক্রেতা কোন কিস্তি নির্ধারিত সময়ে পরিশোধে ব্যর্থ হইলে উহার উপর বার্ষিক ১০% সুদের সহিত ১% অধিক হারে দন্ড সুদ প্রদান করিতে হইবে।

(৩) প্রতিষ্ঠানের সমুদয় চলতি সম্পদ (নগদ, ব্যাংক ব্যালেন্স, স্বর্ণ ও শ্রমিক-কর্মচারীগণকে প্রদত্ত অগ্রিম ব্যতীত) সরকার ও ক্রেতার যৌথ ইনভেন্টরী কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রতিষ্ঠান হস্তান্তরের তারিখের হিসাব মোতাবেক বুক ভ্যালুতে ক্রেতাকে গ্রহণ করিতে হইবে। চলতি সম্পদ দরপত্রে উল্লেখিত মূল্যের অন্তর্ভুক্ত হইবে না। উল্লেখিত চলতি সম্পদের মূল্য ক্রেতা (ক) নগদে অথবা (খ) ১০% সরল সুদসহ এক বৎসরে পরিশোধ করিবে। 'খ' অনুযায়ী মূল্য পরিশোধের জন্য ক্রেতাকে শর্তবিহীন ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান করিতে হইবে। তবে চলতি সম্পদের মধ্যে ষ্টক ও ষ্টোর্স, কাঁচামাল, উৎপাদিত পণ্য এবং উৎপাদন প্রক্রিয়াধীন পণ্যের মূল্যের সমপরিমাণ ব্যাংকের চলতি দায়-দেনা ক্রেতা ব্যাংকের নিকট হইতে গ্রহণ বা সমন্বয় করিতে পারিবেন। এই ক্ষেত্রে ক্রেতা কর্তৃক গৃহীত বা সমন্বিত টাকার অতিরিক্ত ব্যাংকের নিকট প্রতিষ্ঠানের চলতি দায়-দেনা সরকার গ্রহণ করিবে।

(৪) হস্তান্তর পূর্ব সময়ের চলতি দায়-দেনা, যথা-কর্মচারী/শ্রমিকদের পাওনা, আয়কর ইত্যাদি সরকার গ্রহণ করিবে।

(৫) বিচারাধীন মামলার দায়-দায়িত্ব ও খরচ ক্রেতার উপর বর্তাইবে।

(৬) প্রতিষ্ঠানের অধীনস্থ জমি কেবলমাত্র শিল্প স্থাপন ও সম্প্রসারণের কাজে ব্যবহার করা যাইবে।

(৭) প্রতিষ্ঠানটি কোম্পানী হইলে সরকারী মালিকানাধীন শেয়ার বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রিতব্য শেয়ার ক্রয়ের জন্য আগ্রহী ক্রেতাকে দরপত্র প্রদান করিতে হইবে। সংশ্লিষ্ট কোম্পানী সরকারের কোয়াজি ইকুইটি লোন (যদি থাকে) ও কর্পোরেশনের পাওনা ১০% সরল সুদসহ ষান্মাসিক কিস্তেতে দশ বৎসরের মধ্যে পরিশোধ করিবে এবং এই উদ্দেশ্যে তফসিলি ব্যাংক এর শর্তবিহীন গ্যারন্টি প্রদান করিবে। ইহা ছাড়াও উক্ত দায়-দেনার বিপরীতে ক্রেতার ব্যক্তিগত শর্তহীন ব্যাংক গ্যারন্টি গ্রহণ করিতে হইবে, অন্যথায় তাহার ক্রয়কৃত সমুদয় শেয়ার সরকারের নিকট গচ্ছিত রাখিতে হইবে। কোম্পানীর কোন দায়-দেনা সরকার গ্রহণ করিবে না।

(৮) **টেন্ডার বিশ্লেষণের পদ্ধতি** ঃ—টেন্ডারের গ্রহণযোগ্যতা নির্ধারণের জন্য নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসৃত হইবে ঃ—

(i) প্রথম টেন্ডারে কমপক্ষে তিনটি বৈধ দরপত্র পাওয়া গেলে সর্বোচ্চ দরদাতার প্রদত্ত দর এবং তাহার গৃহীতব্য দীর্ঘমেয়াদী ঋণ একত্রে স্থায়ী সম্পদের মূল্যায়ন অপেক্ষা কম হইলেও উহার গ্রহণযোগ্যতা বিবেচনা করা যাইতে পারে।

(ii) যদি প্রথম টেন্ডারে তিনটির কম অর্থাৎ একটি বা দুইটি দরপত্র পাওয়া যায় এবং উহার বা উহাদের একটি দর এবং ক্রেতার গৃহীতব্য দীর্ঘমেয়াদী ঋণ একত্রে স্থায়ী সম্পদের মূল্যায়নের সমান বা অধিক হয়, তবে উহার গ্রহণযোগ্যতা বিবেচনা করা যাইতে পারে। অন্যথায় পুনঃদরপত্র আহবান করা হইবে।

(iii) দ্বিতীয়বার প্রাপ্ত দরপত্র বিবেচনাকালে কমপক্ষে তিনটি বৈধ দরপত্রের নিয়ম শিথিল করা যাইবে এবং সর্বোচ্চ প্রাপ্ত দর এবং ক্রেতার গৃহীতব্য দীর্ঘমেয়াদী ঋণ একত্রে স্থায়ী সম্পদের মূল্যায়ন হইতে কম হইলেও উহার গ্রহণযোগ্যতা বিবেচনা করা যাইবে।

(iv) প্রয়োজনবোধে সর্বোচ্চ দর দাতার সহিত আলোচনাক্রমে মূল্য বৃদ্ধি করা যাইবে।

(৯) **আর্থিক ব্যবস্থাদি** ঃ—বিক্রয়লব্ধ সকল অর্থ প্রাইভেটাইজেশন কমিশনের হিসাবে জমা হইবে। সরকার কর্তৃক গৃহীতব্য প্রতিষ্ঠানের দায়-দেনা পরিশোধের জন্য প্রয়োজনবোধে অর্থ বিভাগের সহিত পরামর্শক্রমে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। দরপত্র খোলার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উহার গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে হইবে এবং উক্ত সময়ের মধ্যে অকৃতকার্য টেন্ডারদাতাদের আর্নেষ্টমানি ফেরত দিতে হইবে। ইচ্ছাপত্র প্রদানের ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে প্রতিষ্ঠান হস্তান্তরের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করিতে হইবে।

(১০) **শেয়ার বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মূল্য পরিশোধের পদ্ধতি** ঃ—সরকারী মালিকানাধীন শেয়ার বিক্রয়ের ক্ষেত্রে আগ্রহী ক্রেতাকে দরপত্রের সহিত ৩০% আর্নেষ্টমানি সংযুক্ত করিতে হইবে। ইচ্ছাপত্র জারীর ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে সমুদয় মূল্য এককালীন পরিশোধ করিতে হইবে।

(১১) **প্রতিষ্ঠানের বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মূল্য পরিশোধের পদ্ধতি** ঃ— প্রতিষ্ঠান বিক্রয়ের ক্ষেত্রে আগ্রহী ক্রেতাকে দরপত্রে উদ্ধৃত মূল্যের ২.৫% টাকা আনেষ্টমানি হিসাবে সংযুক্ত করিতে হইবে। ইচ্ছাপত্র জারীর ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে ২৭.৫% টাকা ডাউন-পেমেন্ট হিসাবে (অর্থাৎ ২৭.৫%+২.৫%=৩০%) পরিশোধ করিতে হইবে। বাকি ৭০% টাকা বাৎসরিক ১০% চক্রবৃদ্ধি সুদসহ ষান্মাসিক কিস্তিতে ৩ (তিন) বৎসরের মধ্যে পরিশোধ করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে শর্ত বিহীন ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান করিতে হইবে। ক্রেতা ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করিলে ১৫% রিবেট দেওয়া হইবে।

(১২) শ্রমিক/কর্মচারী/কর্মকর্তা সমিতির নিকট প্রতিষ্ঠান বিক্রয় করা হইলে প্রতিষ্ঠানের নিকট তাহাদের সকল পাওনা (যাহা দরপত্র বিজ্ঞপ্তির পূর্বেই হিসাব করিয়া স্থির করিতে হইবে) প্রতিষ্ঠানের বিক্রয় মূল্যের সহিত সমন্বয় করা হইবে।

(খ) **শেয়ার বাজারে বিক্রয়** ঃ— বেসরকারীকরণের জন্য চিহ্নিত পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীর সরকারী শেয়ারের সমগ্র অংশ বা এর অংশবিশেষ কমিশন শেয়ার বাজারে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবে। অর্থাৎ যে সকল পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীতে সরকারী শেয়ার রহিয়াছে, কমিশন সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাহা শেয়ার মার্কেটে বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। শেয়ার মার্কেটে শেয়ার বিক্রয়ের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত শর্তসমূহ পূরণ আবশ্যক ঃ—

(i) প্রথমতঃ এই সমস্ত কোম্পানীর শেয়ার শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত থাকিতে হইবে বা তালিকাভুক্তির যোগ্যতা থাকিতে হইবে।

(ii) দ্বিতীয়তঃ এই সমস্ত কোম্পানীর ১০০% শেয়ারের মালিক সরকার নয় এবং এর কিছু শেয়ার পূর্ব হইতেই শেয়ার বাজারে রহিয়াছে।

(iii) তৃতীয়তঃ এই সমস্ত কোম্পানী জনগুরুত্বপূর্ণ এবং উহা প্রযুক্তিগত বিনিয়োগ আকর্ষণ লাভে সক্ষম।

এইরূপ বর্ণিত বিক্রয় প্রক্রিয়া সরকারী সংস্থা যেমন আই,সি, বি, কিংবা ষ্টক এক্সচেঞ্জের কোন সদস্য বা দালালী ফার্মের মাধ্যমে সম্পন্ন হইতে পারে। তবে কমিশন যদি মনে করে যে, সরকারের সমস্ত শেয়ার বিক্রয় শেয়ার মার্কেটের সূচক ইত্যাদির উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবে সেইক্ষেত্রে কমিশন পুঁজি বাজারের স্বার্থে সরকারী অংশের কিছু শেয়ার বিক্রয়ের পরিবর্তে সরকারের হাতে রাখিয়া দিতে পারিবে। তাহাছাড়া, শেয়ার বাজারে অবিক্রীত শেয়ার টেন্ডারে বিক্রয় করা যাইবে।

(গ) **ষ্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে শেয়ার বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের কাছে আংশিক শেয়ার হস্তান্তর** ঃ—যেইক্ষেত্রে বেসরকারীকরণের জন্য চিহ্নিত কোন কোম্পানী ষ্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত করিতে হইবে, সেইক্ষেত্রে কমিশন সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত শর্তাবলী অনুযায়ী কোম্পানীর শেয়ারের একটি ক্ষুদ্র অংশ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের নিকট হস্তান্তর করিতে পারিবে।

(ঘ) **প্রাইভেট লিঃ কোম্পানীর সরকারী শেয়ার বিক্রয়** ঃ—সরকারী শেয়ারের সমগ্র অংশ বা এর অংশ বিশেষ কোম্পানী আইন ও সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর সংবিধি অনুসারে বিক্রয়ের জন্য কমিশন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে। কমিশন নিয়োজিত সি,এ ফার্ম/বিশেষজ্ঞ মূল্যায়ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তুতকৃত মূল্যায়নের ভিত্তিতে নির্ধারিত মূল্যে প্রয়োজনবোধে কোম্পানীর মেজরিটি শেয়ার হোল্ডারের নিকট সরকারী শেয়ার বিক্রয় করা হইবে। তবে সি,এ ফার্ম/বিশেষজ্ঞ মূল্যায়ন প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত মূল্যে কোম্পানীর মেজরিটি শেয়ার হোল্ডারগণ সরকারী শেয়ার ক্রয়ে অসম্মত হইলে টেন্ডার আহবানের মাধ্যমে উক্ত শেয়ার বিক্রয়ের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাইবে।

(ঙ) **কাঠামোবিন্যাস পদ্ধতি** ঃ—কমিশনের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, বেসরকারীকরণের জন্য চিহ্নিত প্রতিষ্ঠানটি আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল ও প্রচুর ঋণের ভাবে ন্যুব্জ এবং উহার নীট মূল্য নেতিবাচক, যেই কারণে ক্রেতারা দরপত্রে অংশগ্রহণ করিবে না। সেইক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটিকে নূতন কাঠামোবিন্যাসের মাধ্যমে বিক্রয় উপযোগী করিবার অধিকার কমিশনের থাকিবে। প্রতিষ্ঠানের এই কাঠামোবিন্যাসকালে কমিশন কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর আওতায় সাধারণত কার্যক্রম পরিচালনা করিবে।

(চ) **মিশ্র বিক্রয় পদ্ধতি** ঃ—উপযুক্ত ক্ষেত্রে কমিশন বেসরকারীকরণের লক্ষ্যে কোন প্রতিষ্ঠানের আংশিক শেয়ার টেন্ডারের মাধ্যমে এবং অবশিষ্ট শেয়ার পুঁজিবাজারে বিক্রয়ের সাথে সাথে একই সময়ে বিক্রয়ের অন্যান্য উপযুক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে পারিবে।

(ছ) **ব্যবস্থাপনা চুক্তি** ঃ—উপযুক্ত ক্ষেত্রে কমিশন বেসরকারীকরণের জন্য চিহ্নিত প্রতিষ্ঠানের মালিকানা হস্তান্তরের পরিবর্তে উহার ব্যবস্থাপনা হস্তান্তরের লক্ষ্যে উন্মুক্ত দরপত্র আহবান করিতে পারিবে। যেই সকল প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কমিশনের নিকট প্রাপ্ত তথ্যপ্রমাণাদি দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হইবে যে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটি অদক্ষভাবে পরিচালিত হইতেছে এবং আর্থিক সঙ্কটের মধ্যে আছে অথবা প্রতিষ্ঠানটির তাৎক্ষণিক বেসরকারীকরণে বিশেষ বাধা আছে (আইনগত বাধাসহ, যাহা প্রথমে সমাধান করিতে হইবে) এবং যোগ্য ব্যবস্থাপনার অধীনে প্রতিষ্ঠানটিকে আর্থিক এবং পরিচালনার দিক হইতে সুষ্ঠু অবস্থায় দাঁড় করানো যাইবে সেই ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার অধীন প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা হস্তান্তর করা যাইবে। ব্যবস্থাপনা চুক্তি সাধারণতঃ তিন বৎসরের বেশী দেওয়া যাইবে না। যদি তিন বৎসরের শেষে প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা চুক্তি সামগ্রিকভাবে সফল হইয়াছে এবং কমিশনের উদ্দেশ্য অর্জনের আরও কিছু সীমিত সময় প্রদান করা যুক্তি সংগত তাহা হইলে অনধিক এবং আরও দুই বৎসরের জন্য এই চুক্তি নবায়ন করা যাইবে। অতঃপর কমিশন প্রতিষ্ঠানটি বিক্রয়ের পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

(জ) **ইজারা প্রদান** ঃ—ব্যবস্থাপনা চুক্তির বিকল্প হিসাবে কিন্তু একই মাপকাঠির ভিত্তিতে একই উদ্দেশ্যে একই সীমাবদ্ধ সময়ের জন্য কমিশন বেসরকারীকরণের জন্য নির্দিষ্ট কোন প্রতিষ্ঠান অথবা উহার আংশিক সম্পদ ইজারা প্রদান করিতে পারিবে।

(ঝ) **সরাসরি সম্পদ বিক্রয় (লিকুইডেশন)** ঃ—কোন শিল্প, বাণিজ্যিক ও সেবা প্রতিষ্ঠান বর্তমান বাজারের পরিপ্রেক্ষিতে একেবারেই অপ্রতিযোগিতামূলক এবং উহার যন্ত্রপাতি ইত্যাদির অবস্থা এমনই হয় যে, কাঠামো বিন্যাস পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে ঋণমুক্ত করিলেও উহার পক্ষে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ব্যবসা পরিচালনা করা সম্ভব হইবে না কিংবা উহার জন্য কোন উদ্যোগী-ক্রেতা পাওয়া যাইবে না সেইক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটির দায়-দেনা পরিশোধের লক্ষ্যে প্রত্যক্ষ সম্পদ বিক্রয় পদ্ধতি অবলম্বন করা যাইবে। কমিশন প্রকাশ্য নিলাম ডাকার মাধ্যমে এইরূপ সরাসরি বিক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করিতে পারিবে। কমিশনের নিলামদার (লিকুইডেটর) নিয়োগ ও পারিশ্রমিক মঞ্জুরের ক্ষমতা থাকিবে।

(ঞ) **অন্যান্য পদ্ধতি** ঃ—উপরে বর্ণিত পদ্ধতিসমূহ অবলম্বনের মাধ্যমে কোন প্রতিষ্ঠানের বেসরকারীকরণ সম্ভব না হইলে কমিশন প্রতিষ্ঠানটি বেসরকারীকরণের জন্য অন্য যে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করিতে পারিবে। সেইক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটি বেসরকারীকরণের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা প্রস্তুতপূর্বক কমিশন সভায় উপস্থাপন করিতে হইবে এবং এই বিষয়ে কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

অষ্টম অধ্যায়

বেসরকারীকরণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা

১৭। **বেসরকারীকরণের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন**।—বেসরকারীকরণ আইন, ২০০০ এবং এই আইনের আওতায় প্রণীত বেসরকারীকরণ নীতিমালা ও প্রবিধান অনুসারে বেসরকারীকরণ কমিশন সরকারী মালিকানাধীন শিল্প, বাণিজ্য ও সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ বেসরকারীকরণের লক্ষ্যে যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিবে। এই জন্য সরকার ও কমিশন যৌথভাবে বেসরকারীকরণের জন্য সরকারী শিল্প বাণিজ্য ও সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ চিহ্নিত করিয়া একটি তালিকা প্রস্তুত করিবে এবং কমিশন তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ বেসরকারীকরণের জন্য সময়সূচী নির্ধারণপূর্বক একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিবে।

১৮। **বেসরকারীকরণ কার্যক্রম অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ।**—নির্ধারিত সময়সূচী ও পরিকল্পনা অনুসারে বেসরকারীকরণ কার্যক্রমের যথাযথ বাস্তবায়নের বিষয় কমিশন নিয়মিত পরিবীক্ষণ করিবে এবং বেসরকারীকরণ কার্যক্রমের উপর ষান্মাসিক ভিত্তিতে অগ্রগতিপ্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক কমিশন সভায় উপস্থাপন করিবে। কমিশন সভায় পর্যালোচনার পর কমিশন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

১৯। **সমীক্ষা পরিচালনা।**—বেসরকারীকরণ সম্পর্কিত নীতিমালা অধিকতর ফলপ্রসূ ও কার্যকর করিবার লক্ষ্যে প্রয়োজন হইলে কমিশন সমীক্ষা পরিচালনা ও পর্যালোচনাপূর্বক সরকারকে পরামর্শ প্রদান করিবে এবং নীতিমালা বাস্তবায়নের সাফল্য বা ব্যর্থতা বা ইহার কারণ সম্পর্ক সরকারকে নিয়মিত অবহিত করিবে।

২০। **বেসরকারীকরণ কার্যক্রম পরিবীক্ষণ।**—বেসরকারীকরণকৃত প্রতিষ্ঠানের ক্রেতা প্রতিষ্ঠান বিক্রয়ের শর্তাবলী, আইন-কানুন ইত্যাদি সঠিকভাবে পালন করিতেছে কিনা কমিশন তাহা নিয়মিত পরিবীক্ষণ করিবে। ইহা ছাড়া, বেসরকারীকরণকৃত শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের উন্নতি ও অবনতি সম্পর্কে পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা করতঃ কমিশন সরকারকে নিয়মিত অবহিত করিবে।

২১। **বেসরকারীকরণকৃত প্রতিষ্ঠান দখল ফেরত গ্রহণ।**—প্রতিষ্ঠানের ক্রেতা বিক্রয়ের কোন শর্ত পালনে ব্যর্থ হইলে সরকার প্রতিষ্ঠানটির দখল ফেরত গ্রহণ করিতে পারিবে।

২২। **বেসরকারীকরণ সম্পর্কে জনসাধারণকে ওয়াকিফহাল রাখা।**—কমিশন বেসরকারীকরণের প্রয়োজনীয়তা, উপযোগিতা ও সফলতা সম্পর্কে গবেষণা পরিচালনা করিবে এবং তৎসম্পর্কে জনসাধারণকে ওয়াকিফহাল রাখিবার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করিবে।

২৩। **বেসরকারীকরণ কমিশনে তথ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র স্থাপন।**—বেসরকারীকরণ কর্মসূচী সঠিকভাবে বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা করিবার উদ্দেশ্যে বেসরকারীকরণ কমিশনে একটি তথ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র (এম,আই,এস) স্থাপন করা হইবে। প্রস্তাবিত তথ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের অধীনে বেসরকারীকরণের জন্য নির্ধারিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর সংগৃহীত উপাত্ত, বেসরকারীকরণের জন্য গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কিত ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা হইবে।

নবম অধ্যায়

কার্যকরতা

২৪। **কার্যকরতা।**—বেসরকারীকরণ নীতিমালা ২০০১, সরকারী গেজেটে প্রকাশের দিন হইতে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
ডঃ আকবর আলি খান
মন্ত্রিপরিষদ সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রশাসনিক উন্নয়ন শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৫ ডিসেম্বর ২০০১ খ্রিষ্টাব্দ/১ পৌষ ১৪০৮ বঙ্গাব্দ

নং মপবি/প্রশাউ/প্রাঃকঃ-১(১)৯৩-২৮০—বেসরকারীকরণ আইন, ২০০০ (২০০০ সালের ২৫ নং আইন) এর ৬ ধারার ১ (খ) অনুসারে সরকার প্রাইভেটাইজেশন কমিশন এর সদস্য হিসেবে নিম্নোক্ত ছয়জন সংসদ সদস্যকে মনোনয়ন প্রদান করেছেন ঃ—

(১) জনাব মোঃ আবু হেনা, সংসদ সদস্য, রাজশাহী-৩
(২) আলহাজ্ব ইঞ্জিঃ মঞ্জুরুল আহসান মুন্সী, সংসদ সদস্য, কুমিল্লা-৪
(৩) লেঃ জেঃ মোঃ মাহবুবুর রহমান (অবঃ), সংসদ সদস্য, দিনাজপুর-২
(৪) জনাব মোঃ হাফিজ ইব্রাহিম, সংসদ সদস্য, ভোলা-২
(৫) জনাব আলী আসগর লবী, সংসদ সদস্য, খুলনা-২
(৬) জনাব এম এ এইচ সেলিম, সংসদ সদস্য, বাগেরহাট-২

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এই আদেশ জারী করা হ'ল।

৩। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ দেলওয়ার হোসেন
যুগ্ম-সচিব (৪)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রশাসনিক উন্নয়ন শাখা

প্রজ্ঞাপন

নং মপবি/প্রশাউ-৬(১)/৯২-৩৬০ তারিখ, ৫ অক্টোবর ২০০০/২০ আশ্বিন ১৪০৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার নিম্নরূপভাবে "প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি" পুনর্গঠন করেছে ঃ

(ক)	১।	মন্ত্রিপরিষদ সচিব	চেয়ারম্যান
	২।	প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব	সদস্য
	৩।	সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়	সদস্য
	৪।	সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	সদস্য
	৫।	সদস্য (কার্যক্রম), পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
	৬।	সচিব, অর্থ বিভাগ	সদস্য
	৭।	সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
	৮।	সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
	৯।	সচিব, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য

(খ) **কমিটির কার্যপরিধি ঃ**

(১) সরকারী কার্য পরিচালনার পদ্ধতি, দক্ষতা এবং সরকারী সিদ্ধান্ত দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থার উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রস্তাব বিবেচনা করা ;

(২) একাধিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ সম্পৃক্ত এমন বিষয় বিবেচনা করা ;

(৩) মন্ত্রণালয়/বিভাগ অথবা দপ্তর/অধিদপ্তর এর সৃজন কিংবা পুনর্গঠন সংক্রান্ত প্রস্তাব বিবেচনা করা ;

(৪) নতুন কর্পোরেশন/স্বশাসিত সংস্থার সৃজন কিংবা বিদ্যমান কর্পোরেশন/সংস্থার পুনর্গঠন সংক্রান্ত প্রস্তাব বিবেচনা করা ;

(৫) প্রশাসনিক দক্ষতা, দ্রুততা এবং ব্যয় সংকোচনের মাধ্যমে সরকারী কর্মকাণ্ড সম্পাদন সম্পর্কীয় যে কোন ধরণের বিষয় বিবেচনা করা।

২। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এই কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

৩। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

৪। এতদ্‌সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে ইতিপূর্বে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন নং মপবি/প্রশাউ-(১)/৯২-৯১(১৫), তারিখ ১৯-৪-১৯৯৯/৬-১-১৪০৬ বাংলা বাতিল বলে গণ্য হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
মোঃ দেলওয়ার হোসেন
যুগ্ম-সচিব (৪)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রশাসনিক উন্নয়ন শাখা

নং মপবি/প্রশাউ/প্রা ঃ বোর্ড-১(১)/৯৩-২০২ (১৯), তারিখ, ৫ নভেম্বর ১৯৯৭/২১ কার্তিক ১৪০৪

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের রিজলিউশন নং মপবি/প্রশাউ/প্রা ঃ বোর্ড-১(১)/৯৩-৩০৬ (২৪) তারিখ, ৭-১২-৯৩ এর অনুচ্ছেদ-১ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ অনুচ্ছেদ-১ প্রতিস্থাপিত হইবে।

" ১। বেসরকারীকরণ বোর্ড (Privatization Board) এর গঠন।

(১) একজন সার্বক্ষণিক চেয়ারম্যান, দুইজন সার্বক্ষণিক সদস্য এবং নিম্নবর্ণিত খন্ডকালীন সদস্য সমন্বয়ে সরকার বেসরকারীকরণ বোর্ড (Privatization Board), অতঃপর পুনর্গঠিত বোর্ড বলিয়া উল্লেখিত, নামে একটি বোর্ড গঠন করিবে, যথা ঃ

(ক)	একজন সার্বক্ষণিক চেয়ারম্যান	মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী
(খ)	দুইজন সার্বক্ষণিক সদস্য	
(গ)	মাননীয় স্পীকার কর্তৃক মনোনীত ছয়জন সাংসদ	সদস্য (খন্ডকালীন)
(ঘ)	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য (খন্ডকালীন)
(ঙ)	সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য (খন্ডকালীন)

(চ)	সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য (খন্ডকালীন)
(ছ)	চেয়ারম্যান, সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জকমিশন।	সদস্য (খন্ডকালীন)
(জ)	সভাপতি, এফবিসিসিআই	সদস্য (খন্ডকালীন)
(ঝ)	যে কোন পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধিত্বকারী একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি (সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত)	সদস্য (খন্ডকালীন)

(২) মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদায় সরকার কর্তৃক একজন সার্বক্ষণিক চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইবেন। সার্বক্ষণিক সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহাদের চাকুরীর শর্তাবলী সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে।"

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
আতাউল হক
মন্ত্রিপরিষদ সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

রিজলিউশন

তারিখ, ১৩ কার্তিক ১৪০৪/২৮শে অক্টোবর ১৯৯৭

এস, আর, ও, নং ২৫০-আইন/৯৭—যেহেতু দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ এবং জনগণের নিকট হইার সুফল পৌছানোর লক্ষ্যে সরকারের অংগীকার বাস্তবায়নের জন্য প্রশাসনকে সুষ্ঠু, স্বচ্ছ, দক্ষ, জাতীয় প্রবৃদ্ধির সহায়ক, জনসেবামূলক ও জবাবদিহিমূলক করার উদ্দেশ্যে জনপ্রশাসন সংস্কার আবশ্যক;

এবং যেহেতু উপরি-উক্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের নিমিত্ত সরকারের নিকট সুপারিশ পেশ করা এবং সরকার কর্তৃক গৃহীত সুপারিশ বাস্তবায়নের বিষয়ে পরামর্শ ও সহায়তা দেওয়ার জন্য জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন গঠন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু, সরকার এতদ্বারা নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল ঃ—

১। **জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন গঠন**।—(১) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, অতঃপর কমিশন বলিয়া উল্লিখিত নামে একটি কমিশন গঠন করিবে।

(২) এই রিজলিউশন জারীর তারিখ হইতে কমিশনের মেয়াদ হইবে দুই বৎসর।

(৩) কমিশন একজন চেয়ারম্যান, একজন সদস্য-সচিবসহ তিনজন পূর্ণকালীন সদস্য এবং নিম্নে উল্লিখিত খন্ডকালীন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, পদাধিকারবলে;

(খ) প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, পদাধিকারবলে;

(গ) মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (সি এন্ড এ জি), পদাধিকারবলে;

(ঘ) সচিব, অর্থ বিভাগ, পদাধিকারবলে;

(ঙ) সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, পদাধিকারবলে;

(চ) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এফিসিয়েন্সি সচিব (যদি থাকে) পদাধিকারবলে;

(ছ) দুইজন জনপ্রতিনিধি;

(জ) বেসরকারী সংস্থাসমূহ (এনজিও) সহ বেসরকারী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহের দুইজন প্রতিনিধি;

(ঝ) শিক্ষা বা গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের একজন প্রতিনিধি।

(৪) কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্য-সচিব এবং অন্যান্য পূর্ণকালীন সদস্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং উপ-অনুচ্ছেদ (৩) এর দফা (ছ), (জ) ও (ঝ) তে উল্লিখিত প্রতিনিধিগণ সরকার কর্তৃক মনোনীত হইবেন।

(৫) উপ-অনুচ্ছেদ (৩) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন কমিশন উহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের স্বার্থে, প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে এবং সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত বিষয় ও মেয়াদের জন্য উক্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ কোন ব্যক্তিকে অতিরিক্ত খন্ডকালীন সদস্য হিসাবে কো-অপট করিতে পারিবে।

২। **চেয়ারম্যান ও পূর্ণকালীন সদস্যের যোগ্যতা, ইত্যাদি।**—(১) উচ্চ পর্যায়ের প্রজ্ঞা ও প্রশাসনিক বিষয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কোন ব্যক্তিকে চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হইবে।

(২) সদস্য-সচিব ছাড়া অন্য দুইজন পূর্ণকালীন সদস্যদের মধ্যে একজন হইবেন এমন ব্যক্তি যিনি বেসরকারী খাতের ব্যবস্থাপনা এবং জনপ্রশাসন বিষয়ে গবেষণায় উচ্চমানের ও প্রশংসনীয় অবদান রাখিয়াছেন এবং অপরজন হইবেন প্রশাসনিক বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সচিব ছিলেন বা আছেন এমন ব্যক্তি।

(৩) সরকারের সচিব বা অতিরিক্ত সচিবদের মধ্য হইতে একজনকে কমিশনের সদস্য-সচিব নিয়োগ করা হইবে।

(৪) কমিশনের চেয়ারম্যান ও পূর্ণকালীন সদস্যদের চাকুরীর শর্তাবলী সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে সরকারের চাকুরীতে নিয়োজিত আছেন এমন কোন কর্মকর্তা যদি পূর্ণকালীন সদস্য নিযুক্ত হন তিনি এবং সদস্য-সচিব তাহাদের পদের সহিত সংযুক্ত সুযোগ-সুবিধার অতিরিক্ত কোন কিছুই প্রাপ্য হইবেন না।

৩। **কমিশনের কার্যপরিধি।**—কমিশনের কার্যপরিধি নিম্নরূপ হইবে, যথা ঃ—

(ক) মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, দপ্তর এবং অন্যান্য সকল প্রকার সরকারী অফিস এবং আধা-সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসহ জনপ্রশাসনের সর্বক্ষেত্রে সর্বস্তরে স্বচ্ছতা, দক্ষতা, জবাবদিহিতা কার্যকরতা ও গতিশীলতা উন্নয়নে সুপারিশ করা;

(খ) সেরকারী খাতে দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহকে সার্বিক সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে জনপ্রশাসনের সর্বক্ষেত্রে ও সর্বস্তরে প্রাতিষ্ঠানিক ও পদ্ধতিগত পরিবর্তন সম্পর্কে সুপারিশ করা;

(গ) জনপ্রশাসনের সর্বক্ষেত্রে ও সর্বস্তরে অপচয় ও অপচয়ের কারণ ও ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিতপূর্বক উহা রোধকল্পে এবং ব্যয় সচেতনতা, ভোক্তাদের 'ভ্যালু ফর মানি' ও চাহিদা অনুযায়ী সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণার্থে সুপারিশ করা;

(ঘ) সরকারী কর্মকান্ডে বিকেন্দ্রীকরণ ও 'ডিভলিউশান' (devolution) এর উদ্দেশ্যে স্থানীয় সরকার বিষয়ক আইনের সহিত সংগতি রাখিয়া সকল সরকারী, আধা-সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাসের জন্য সুপারিশ করা;

(ঙ) জনপ্রশাসনের সর্বস্তরে ও সর্বক্ষেত্রে দুর্নীতি রোধের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক, আইনগত ও পদ্ধতিগত সংস্কারের জন্য সুপারিশ করা;

(চ) মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর এবং অন্যান্য সকল সরকারী অফিস এবং আধা-সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসহ জনপ্রশাসনের সর্বক্ষেত্রে ও সর্বস্তরে প্রাতিষ্ঠানিক ও জনবল পুনর্বিন্যাস, যুক্তিযুক্তকরণ, সংকোচন ও যুক্তিসংগতভাবে পুনর্গঠন করার বিষয়ে সুপারিশ করা;

(ছ) জনপ্রশাসনের বিষয়ে সংসদীয় তত্ত্বাবধান জোরদারকরণের বিষয়ে সুপারিশ করা;

(জ) কমিশনের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নার্থে 'এফিসিয়ান্সী ইউনিট' ও 'এফিসিয়ান্সী সেল'সহ অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়ে সুপারিশ করা; এবং

(ঝ) উপরি-উক্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে আইনগত, বিধিগত, প্রক্রিয়াসহ এবং প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন এবং উহাদের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিতকরণার্থে সুপারিশ করা।

৪। **কমিশনের কার্যপদ্ধতি।**—কমিশনের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে কমিশন ঃ—

(ক) পাবলিক এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন এফিসিয়ান্সি ষ্টাডি (১৯৮৯), পাবলিক এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন সেক্টর ষ্টাডি (১৯৯৩), টুওয়ার্ডস বেটার গভর্ণমেন্ট ইন বাংলাদেশ (১৯৯৩), গভর্ণমেন্ট দ্যাট ওয়ার্কস (১৯৯৬), প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস কমিটির প্রতিবেদন (১৯৯৬) এবং এই সম্পর্কে পূর্ববর্তী অন্যান্য সমীক্ষা ও প্রতিবেদন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া ঐগুলিতে প্রদত্ত বাস্তবায়নোপযোগী সুপারিশগুলি চিহ্নিত করিবে;

(খ) মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, দপ্তরসহ ও অন্যান্য সকল সরকারী আধা-সরকারী স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং পূর্ণ বা আংশিকভাবে সরকারী অর্থে পরিচালিত যে কোন প্রতিষ্ঠান হইতে উহার জনবল, কর্মপরিধি, বিধি, প্রক্রিয়া সংক্রান্ত দলিল ও তথ্যাদি চাহিতে পারিবে এবং উক্তরূপ সকল প্রতিষ্ঠান, কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, চাহিদা মোতাবেক সকল দলিল ও তথ্যাদি সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে;

(গ) দফা (খ) এ উল্লিখিত সকল প্রতিষ্ঠানের প্রধান বা অন্য কোন কর্মকর্তাকে আলোচনার জন্য কমিশন যে কোন সময় আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে এবং উক্তরূপ কর্মকর্তাগণ কমিশনের আমন্ত্রণে আলোচনায় অংশগ্রহণ করিতে বাধ্য থাকিবেন;

(ঘ) সংসদ-সদস্য, স্থানীয় সরকারের জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক দলসমূহের প্রতিনিধি, ট্রেড ইউনিয়ন, এন, জি, ও, মহিলা সংস্থা, শিল্প ও বাণিজ্য সমিতি, একাডেমিক, পেশাজীবী ও সর্বস্তরের নাগরিকের নিকট হইতে যে কোন বিষয়ে চিঠিপত্র, প্রশ্নপত্র, সেমিনার, উন্মুক্ত আলোচনা ও ওয়ার্কশপ ইত্যাদির মাধ্যমে মতামত গ্রহণ করিতে পারিবে;

(ঙ) কারিগরী সাহায্যের মাধ্যমে কমিশনের কার্যাবলী সম্পাদন করার জন্য দেশীয় ও বিদেশী বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করিতে পারিবে;

(চ) আইন কমিশন আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ১৯ নং আইন) এর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আইন কমিশন, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এফিসিয়েন্সি ইউনিট, রিফরমস্ ইন বাজেট এন্ড এক্সপেন্ডিচার কন্ট্রোল প্রকল্প এবং অনুচ্ছেদ ৩ এ উল্লিখিত কার্যপরিধির সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্তৃপক্ষের সহিত প্রয়োজনীয় যোগাযোগ ও কাজের সমন্বয় করিতে পারিবে;

(ছ) উহার দায়িত্ব পালনে উহাতে সহায়তা প্রদানের জন্য এক বা একাধিক কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

৫। **কমিশনের সদস্য-সচিবের দায়িত্ব।**—কমিশনের সদস্য-সচিব কমিশনের সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করিবেন এবং এতদুদ্দেশ্যে কমিশনের সকল প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

৬। **অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্ট পেশ, ইত্যাদি।**—(১) কমিশন উহার উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কিত বিষয়ে সময় সময় অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদন প্রধানমন্ত্রীর নিকট পেশ করিতে পারিবে এবং সুপারিশকৃত বিষয়গুলির বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে কমিশন প্রধানমন্ত্রীর নিকট প্রতিবেদন পেশ করিতে পারিবে।

(২) কমিশন উহার পরীক্ষাধীন বিষয়গুলির মধ্যে অগ্রাধিকার নির্ণয় করিবে এবং সেই অনুযায়ী তাহার প্রতিবেদনসমূহ প্রস্তুত করিবে।

৭। **কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারী।**—কমিশন উহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মকর্তা ও কর্মচারী প্রেষণে বা চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগ করিতে পারিবে।

৮। **কমিশনের প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থা ইত্যাদি।**—(১) কমিশন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সহিত সংযুক্ত থাকিবে এবং উক্ত বিভাগ কমিশনকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করিবে।

(২) কমিশন উহার নিজস্ব বার্ষিক বাজেট প্রস্তুত করিবে এবং অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক তাহা বিবেচনা ও অনুমোদনের পর একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য পদ্ধতি অনুযায়ী যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৯। **কমিশনের পূর্ণ রিপোর্ট পেশ।**—(১) কমিশন উহার পূর্ণ রিপোর্ট প্রধানমন্ত্রীর সমীপে পেশ করিবে।

১০। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ৮-১২-১৯৯৬ইং মোতাবেক ২৪-৮-১৪০৩ বাং তারিখের রিজলিউশন নং এস, আর, ও ২৩৪/আইন/৯৬, অতঃপর উক্ত রিজলিউশন বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্ত রিজলিউশন রহিত হইবার সংগে সংগে—

(ক) উক্ত রিজলিউশনের অধীনে গঠিত জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন এই রিজলিউশনের অধীন গঠিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং উহার চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ এই রিজলিউশনের অধীন নিযুক্ত চেয়ারম্যান বা, ক্ষেত্রমত, সদস্য বলিয়া গণ্য হইবেন এবং তাঁহারা এই রিজলিউশনের অনুচ্ছেদ ১(২) এর বিধান সাপেক্ষে স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন;

(খ) উক্ত রিজলিউশনের অধীনে নিযুক্ত কমিশনের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী এই রিজলিউশনের অধীনে গঠিত কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারী হইবেন;

(গ) উক্ত রিজলিউশনের অধীনে কৃত সকল কাজকর্ম ও গৃহীত ব্যবস্থা এই রিজলিউশনের অধীনকৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(ঘ) উক্ত রিজলিউশনের অধীনে গঠিত কমিশনের সকল সম্পত্তি, নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ এই রিজলিউশন দ্বারা সৃষ্ট কমিশনে হস্তান্তরিত হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আতাউল হক
মন্ত্রিপরিষদ সচিব।